NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের চুক্তিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্থের আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ সমীর পুততুণ্ডর প্রয়াণে রাজনীতির এক অধ্যায়ের ইতি

শুভেন্দু অধিকারীর সরাসরি তোপ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ২

কলকাতা ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ ২৮ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.01.2026, Vol.19, Issue No. 210, 8 Pages, Price 3.00

মোহালির ঘাতকরা গ্রেপ্তার হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া রেলস্টেশনে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ধরা পড়ল পঞ্জাবের মোহালিতে ঘটে যাওয়া এক খুনের তিন অভিযুক্ত। গত ১৫ ডিসেম্বর মোহালিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান কানওয়ার দিগ্বিজয় সিং, যাকে রানা বালাচাউর নামেও ডাকা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তরণদীপ সিং, করণ পাঠক এবং আকাশদীপ সিংকে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের খোঁজ করছিলাম। হাওড়ায় তাদের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পরে অভিযান

চালানো হয়েছে।' অভিযুক্তদের কাছ থেকে হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র ও অন্যান্য প্রমাণও জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনই মোহালির আদালতে ইতিমধ্যেই হত্যা মামলার অন্তর্ভুক্ত। তারা কয়েকদিন ধরে পালিয়ে চলছিল এবং পুলিশের নজর এড়ানোর চেষ্টা করছিল। এই গ্রেপ্তারের পর মোহালির পুলিশ বলেছে, 'এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের জন্য কেউই আর নিরাপদ থাকবে না। আইনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হবে না।'

এদিকে, মোহালির ক্রীড়া মহলে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের আশা, তদন্ত এগিয়ে গেলে খুনের পুরো চক্র এবং অন্যান্য সহযোগীদেরও দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

দু'দিনের সফরে ভারতে এসেই আমদাবাদের সাবরমতী নদীর ধারে আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসবে যোগ দেন জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎজ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে হালকা মেজাজে ঘুড়ি ওড়াতেও দেখা যায় মের্ৎজকে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়াদিল্লি, সংঘাতেও দাবি ট্রাম্প-দূতের

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি: আমেরিকার কাছে ভারতই হল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমেরিকার কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটা আর কোনও দেশের ক্ষেত্রেই নয়। সিলিকন, সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তিতে ভারতের সঙ্গে জোট বাঁধতে চায় তারা। সোমবার এই ঘোষণা করলেন ভারতে নিযুক্ত হবু মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। জানালেন, আন্তর্জাতিক ওই জোটে পূর্ণ সময়ের সদস্য হওয়ার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ জানাবে আমেরিকা।

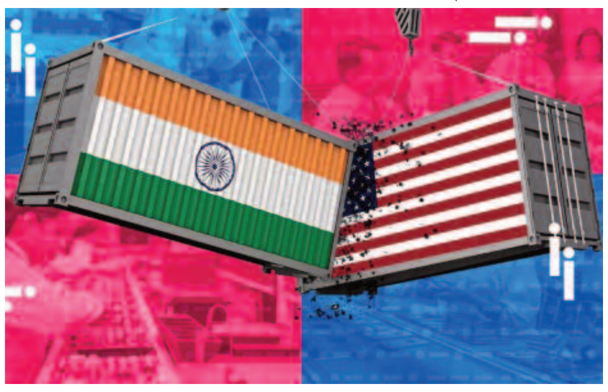

সোমবার মার্কিন দূতাবাস থেকে গোর বলেন, 'আগামী মাসে ভারতকে এই জোটের পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ কথা ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের একজন বলেই পরিচিত গোর। গত নভেম্বরে হোয়াইট হাউসে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে শপথ নেন তিনি। তার আগেই গত অক্টোবরে ভারত থেকে ঘুরে গিয়েছিলেন গোর। বৈঠক করে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে।

ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার হবু রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরেছি। আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর সত্যিই বন্ধুত্ব রয়েছে। প্রকৃত বন্ধুরা কোনও ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করতেই পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা আবার নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য মিটিয়েও ফেলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আগামী এক-দুই বছরের মধ্যেই ভারত সফর আসবেন বলে আমি মনে করি।'

সার্জিওর কথায়, 'ভারত এবং আমেরিকার বাণিজ্য দু'দেশের সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নিরাপত্তা, সন্ত্রাসদমন, জ্বালানি, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও ভারতের সঙ্গে নিবিড় ভাবে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহী আমেরিকা।'

প্রতীকের পড়শিদের তলব পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক-কাণ্ডে তদন্তের গতি আরও বাড়াল কলকাতা পুলিশ। এবার নজর লাউডন স্ট্রিটের আবাসনের ভিতরে। তদন্তের স্বার্থে ওই আবাসনের প্রতিবেশী ও বাসিন্দাদের একে একে তলব করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কেয়ারটেকার ও নিরাপত্তারক্ষী-সহ অন্তত তিনজনকে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য আলাদাভাবে নথিবদ্ধ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন, 'ঘটনার দিন কে কখন এসেছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন এবং কী দেখা গিয়েছে?' এই তথ্য মিলিয়েই পুরো ঘটনার টাইমলাইন সাজাতে চাইছে তদন্তকারী দল। সেই কারণেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রতীক জৈনের বাড়ির সিকিউরিটি রেজিস্টার। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, অভিযানের দিন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা সেখানে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন কি না।

এর আগেই ওই আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিভিআর সংগ্রহ করেছে কলকাতা পুলিশ। ফুটেজের সঙ্গে রেজিস্টারের তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই সূত্রের দাবি। পুলিশের এক কর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'তদন্ত এখনও চলমান। এই মুহূর্তে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব নয়।'

প্রসঙ্গত, গত ৮ জানুয়ারি কয়লা পাচার মামলার সূত্র ধরে দেশজুড়ে একযোগে তল্লাশি চালায় ইডি। সেই অভিযানের অংশ হিসেবেই লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের আবাসন এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দপ্তরে হানা দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা।

আইপ্যাক-তল্লাশিতে বাধাদানে অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী-ডিজি-সিপি

সুপ্রিমে ইডির জোড়া মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক-কাণ্ডে সোমবার রাজ্যের বিরুদ্ধে জোড়া মামলা দায়ের করেছে ইডি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে জোর করে ভিতরে ঢুকে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। পাল্টা ইডির বিরুদ্ধে আরও এক বার রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

শীর্ষ আদালতের কাছে জমা দেওয়া লিখিত বক্তব্যে ইডি জানিয়েছে, আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চলার সময় জোর করে ভিতরে ঢোকেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) মনোজ বর্মা এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশবাহিনী ভিতরে জোর করে প্রবেশ করে। তদন্তকারীদের ভয় দেখানো, আটকে রাখা, গুরুত্বপূর্ণ নথি, মোবাইল, হার্ড ডিস্ক, ল্যাপটপ কেড়ে নেওয়ারও অভিযোগ তুলেছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা, চুরি, ডাকাতি, বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'তৃণমূলের চেয়ারপার্সন' হিসাবেই প্রতীকের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি।

আইপ্যাক-কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছিল ইডি। কিন্তু শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে অত্যধিক ভিড় থাকায় শুনানি শুরুই করা যায়নি। বিচারপতি এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যান। সুপ্রিম কোর্টের কাছে জমা দেওয়া নথিতে ইডির দাবি, আদালতের ভিতরে রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিচারপতি শুনানি চালাতে পারেননি। আদালত নিজেই লিখিত ভাবে জানায়, পরিবেশ শুনানির জন্য উপযোগী নয়। তাই হাইকোর্ট থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। 'মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থকেরা' বিশৃঙ্খলা তৈরির সঙ্গে জড়িত বলেও দাবি করেছে ইডি। তাদের এ-ও দাবি যে, এর 'প্রমাণ' দলের হোয়াটসগ্রুপে রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে ইডির আবেদন, এই ঘটনাটি সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হোক। কেড়ে নেওয়া হোক তাঁদের ডিজিটাল ডিভাইস। 'ছিনিয়ে নেওয়া' নথি তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করে তা সুরক্ষিত করার আর্জিও জানিয়েছে ইডি। পাশাপাশি, ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে করা সমস্ত এফআইআর স্থগিত বা খারিজ করার আর্জি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে ইডির আবেদন, ভবিষ্যতে রাজ্য পুলিশ যাতে ইডির তদন্তে বাধা না-দেয়, তা নিশ্চিত করা হোক।

তথ্যচুরির অভিযোগ অভিষেকেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ওরা তদন্ত করতে আসেনি, ডেটা নিতে এসেছিল'। সোমবার এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করে ইডির অভিযানকে সরাসরি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' কর্মসূচির মঞ্চ থেকে তাঁর দাবি, কলকাতায় আইপ্যাকের অফিস ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা নিছক তদন্ত নয়, বরং পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ।

প্রতীক জৈন ছাড়াও আইপ্যাক সংস্থার আরও দু'জন ডিরেক্টর রয়েছেন। কয়লাকাণ্ডে কেন তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়নি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট?

সোমবার এই প্রশ্নই তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে এ বার আইপ্যাক-কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তথ্য চুরির অভিযোগ আনলেন তিনিও।

সোমবার কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গনে ডিজিটাল কনক্লেভে অভিষেক আইপ্যাক-কাণ্ডের আবহে প্রথম বার অভিযোগ করেন, তৃণমূলের তথ্য চুরি করতেই প্রতীকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। তিনি বলেন, 'কয়লাকাণ্ডে তল্লাশি চালাতে এসেছিল ইডি। যে মামলায় গত তিন বছরে কাউকে কোনও সমন করেনি তারা। আসতেই পারে। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য ছিল তথ্য চুরি করা।' কেন তিনি এই কথা বলছেন, সেই যুক্তিও দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আইপ্যাকের তিন জন ডিরেক্টর। এক জন কলকাতায় বসেন, এক জন হায়দরাবাদে বসেন, এক জন দিল্লিতে। কেন বেছে বেছে কলকাতায় তল্লাশি চালানো হল। ডিরেক্টরের বাড়িতে যদি তল্লাশি হয়, কেন দপ্তরে যাবে ইডি?'

৬ ভারতীয়ের গ্রেপ্তারির তথ্য ভুয়ো, দাবি ইরানি রাষ্ট্রদূতের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি: ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলনের মাঝে ছয় ভারতীয় গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে খবর ছড়ায়। সেই রিপোর্ট খারিজ করে দিয়েছে তেহরান। তথ্যের জন্য 'বিশ্বাসযোগ্য' সূত্রের উপর নির্ভর করার আর্জি জানিয়েছেন ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত।

গত ২৮ জানুয়ারি থেকে ইরানে গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে। আমেরিকার একটি মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য উদ্ধৃত করে এই পরিসংখ্যান জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এপি। তারা জানিয়েছে, গত কয়েক দিন ইরানে ৪৯৬ জন প্রতিবাদী এবং ৪৮ জন নিরাপত্তারক্ষী নিহত। তবে

এই নিয়ে ইরানের প্রশাসন কিছু জানায়নি। এই আবহে খবর ছড়ায়, ইরানে ছ'জন ভারতীয়ও গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেই রিপোর্ট নস্যাৎ করেছেন ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত।

পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরানে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। তাঁরা পথে নেমেছেন। ক্রমে তা সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহের আকার নিয়েছে। এই আবহে ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাথালি এক্স-এ পোস্টে লেখেন, 'কিছু বিদেশি এক্স অ্যাকাউন্টে ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। আগ্রহীদের বলব, খবরের জন্য বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের উপর নির্ভর করুন।' নিজের পোস্টের সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তির পোস্ট ট্যাগ করে সেটিকে 'ভুয়ো' বলে জানিয়েছেন ফাথালি। ওই পোস্টে লেখা ছিল, ইরানে পুলিশ ১০ জন আফগান এবং ছ'জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছে। তাকেই 'ভুয়ো' বলে জানিয়েছেন ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত।

জ্ঞানেশ কুমারকে ফের চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজে একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ তুলে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ফের চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে দু'বার জ্ঞানেশকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে মোট পাঁচটি চিঠি দিলেন মমতা।

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলাকালীন 'গুরুতর প্রক্রিয়াগত গলদ' ও 'অযৌক্তিক হয়রানি'র অভিযোগ তুলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নথি জমা দেওয়ার পরেও তার কোনও প্রাপ্তিস্বীকার দেওয়া হচ্ছে না। পরে যাচাই বা শুনানির সময় সেই নথিগুলিকে 'নট ফাউন্ড' বলে চিহ্নিত করে যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২ জানুয়ারি পাঠানো ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় শুনানির সময় ভোটাররা যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিচ্ছেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সেই নথি জমা নেওয়ার কোনও রসিদ বা অ্যাকনলেজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। পরবর্তীতে যাচাই পর্বে সেই নথি 'রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে না' বলে জানিয়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই পদ্ধতি 'ফান্ডামেন্টালি ফ্লড অ্যান্ড আনটেনেবল'। নথি জমার প্রমাণ না থাকায় নাগরিকদের পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ রেকর্ড-রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটির উপর নির্ভরশীল করে রাখা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, গোটা প্রক্রিয়া যান্ত্রিক এবং কেবল প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি নির্ভর। যুক্তিবোধ বা সংবেদনশীলতার প্রয়োগ নেই। এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর 'সিভিয়ার হ্যারাসমেন্ট' তৈরি হচ্ছে এবং সাংবিধানিক ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর উদ্দেশ্য হওয়ার কথা ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করা। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে বরং যোগ্য ও প্রকৃত ভোটাররাই বাদ পড়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন।

তৃণমূলের মামলায় কমিশনকে নোটিস

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে গোড়া থেকে আপত্তি তুলেছিল শাসকদল তৃণমূল। আপত্তির মূল বিষয় ছিল, যে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে, তা অবৈজ্ঞানিক। এতে ভুলের আশঙ্কা প্রবল। আপত্তি ছিল কমিশনের বলা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' শব্দবন্ধ নিয়েও। তৃণমূলের তরফে এনিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বর্ষীয়ান নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন এবং দোলা সেন। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর এজলাসে মামলাটি উঠলে কমিশনকে কার্যত ধাক্কা খেতে হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাবদিহি চাইল শীর্ষ আদালত। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে। আগামী ১৯ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানি। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় প্রায় ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। এই বাদের তালিকায় ঠিক কারা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। অভিযোগ ওঠে, নানা ছুতোয় বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়েছে। গোটা পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। তুলনা হয় বিহারে এসআইআর পদ্ধতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রক্রিয়ার ফারাক নিয়ে। অবিলম্বে তা বন্ধ করার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল।

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে এই মামলায় তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। তাঁর বক্তব্য, লজিক্যাল ডিসক্রিপান্সির নামে যা চলছে, তা অযৌক্তিক এবং ভীষণ অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে। সওয়াল শুনে কমিশনের আইনজীবীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চান বিচারপতিরা। কমিশনের আইনজীবী দু'সপ্তাহ সময় চান। কিন্তু প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, একসপ্তাহের মধ্যেই জবাব দিতে হবে।

মহাকাশে হারাল প্রতিরক্ষার 'অন্বেষা'

শ্রীহরিকোটা, ১২ জানুয়ারি: গত বছরে একের পর এক সফল উৎক্ষেপণ করেছে ইসরো। কিন্তু নতুন বছরের শুরুতে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সোমবার সকালে পিএসএলভি-সি৬২ রকেটের মাধ্যমে ১৬টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়। উৎক্ষেপণের শুরুতে সব ঠিক থাকলেও আচমকা তৃতীয় ধাপে গিয়ে সমস্যা দেখা যায়। সম্ভবত মহাকাশে হারিয়ে গিয়েছে ১৬টি উপগ্রহ।

সোমবার সকাল ১০টা ১৮ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে যাত্রা শুরু করে পিএসএলভি-সি৬২ রকেট। গতবছর অবশ্য ইওএস-০৯

নামে এক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এই রকেট। সেই ব্যর্থতা ভুলে নতুন মিশন শুরু হয়েছিল নতুন বছরে। ইসরোর তরফে জানা গিয়েছে, উৎক্ষেপণের প্রথম কয়েক মিনিট একেবারে পরিকল্পনামাফিক মসৃণ গতিতে এগিয়েছিল পিএসএলভি-সি৬২ রকেট। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে রকেটটি আচমকাই গতিপথ বদলে ফেলে।

তবে এই সমস্যা দেখা দিলেও এখনই ইসরোর তরফে এই মিশনকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করা হয়নি। চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন জানান, ১৬টি উপগ্রহ নিয়ে ঠিক সমস্যা হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখা হবে। যাবতীয় তথ্য পরে জানানো হবে।

নিপায় আক্রান্ত ২

■ রাজ্যে ফের নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক। বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত দু'জন নার্সের শরীরে নিপা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। রবিবার রাতেই তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। খবর পাওয়ার পর সোমবার সকালে রাজ্য সরকারের বিশেষ টিম বারাসাত পৌঁছয়। গোটা পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পর্যবেক্ষণ করছেন বলে প্রশাসন সূত্রে দাবি।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

স্বাক্ষরিত মউ

■ দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন জার্মানির চান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎজ। সোমবার গুজরাতের গান্ধিনগরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারেন তিনি। তার পর প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য-সহ একাধিক বিষয়ে মউ স্বাক্ষরিত হয়। পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিয়েও বোঝাপড়া আরও বৃদ্ধির কথা বলেছেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভারতীয়দের জার্মানিতে থাকার ক্ষেত্রে ভিসা লাগবে না বলে জানানো হয়েছে।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Ganesh Gupta, S/o Lt. Kalu Shaw residing at 401, Rabindra Sarani, Kolkata - 700005 do hereby solemnly affirm and declare that in our community both Gupta and Shaw are used in the same sense. My name has been registered as Ganesh Shaw@Ganesh Gupta in my Voter Card&Ration Card. That Ganesh Gupta and Ganesh Shaw is the same and identical person as per Affidavit No. 90 dated 09.06.08 sworn before the Metropolitan Magistrate at Kolkata.

আমি, অমল পাল, পিতা- মৃত অদ্বৈত্য পাল, সাং- চৌধুরী বেড়লেন, পো: ও থানা-শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ বিগত মৌজা- ১১৬ নং হবিবপুর, খতিয়ান নং - L.R. ৪৪৪৯, দাগ নং - R.S. & L.R. ১০৮০, মোট ০৩.৩ শতক জমি ক্রয় করেন, পরবর্তীকালে অমল পাল, পিতা- মৃত অদ্বৈত্য পাল, সাং- চৌধুরী বেড়লেন, পো: ও থানা- শান্তিপুর, পক্ষে বিগত ইং ৩১/০১/২০২২ তারিখে I-1414/22 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার রাজু পাশী, পিতা- শিবুরাম পাশী, সাং- হবিবপুর বিনপাড়া, পো:- হবিবপুর, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৯/০২/২০২২ তারিখে I- 1802/22 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা বৈদ্যনাথ সরকার, পিতা- রাজেন্দ্র সরকার, সাং- আনুলিয়া, পো:- আনুলিয়া, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৪,মহাশয়, উপরীউক্ত মৌজায় খতিয়ান ও দাগে মোট ০৩.৩ শতক জমি ক্রয় করেন, পরবর্তীকালে উপরীউক্ত কোবলা গ্রহীতা ২৪/১২/২০২৫ তারিখে I- 9611/25 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা মৌসুমী মন্ডল, পিতা- মৃত জয়দেব মন্ডল, মাতা - সুচিত্রা মন্ডল, সাং- নতুন তারাপুর, পো:- ন'পাড়া, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৫, মহাশয়া, উপরীউক্ত মৌজায় খতিয়ান ও দাগে মোট ০৩.৩ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- I B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি, **ডাঃ প্রবীর নাগ** (পিতা: শ্রী শিবনাথ বাগ, স্থায়ী ঠিকানা: হাজরাপাড়া আশ্রম রোড, কোচবিহার - ৭৩৬১০১), ০৩.০১.২০২৬ তারিখে কোচবিহার জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণ হইতে আমার উক্ত বাসভবনে যাওয়ার পথে **Original Deed of Sale Being No. 00558 for the year 2008** Regd at the ARA III Calcutta সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলটি হারিয়েছি। উক্ত দলিলটি **Deed of Sale Being No. 05424 for the year** 2011 Regd at the ADSR Chinsurah আমার পত্নী অনুশ্রী বর্মার নামে নিবন্ধিত দলিলটির Mother Deed। উক্ত দলিলটি কোনও সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বন্ধকীভুক্ত নহে। এই ঘটনায় **কোচবিহার কোতওয়ালী থানায় জি.ডি.ই নং ৪৮৮, তারিখ ০৯/০১/২০২৬** রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে। ইহার সহিত সম্পর্কিত কোনও দাবি, স্বত্ব, অধিকার বা আপত্তি যাহার আছে, তাহাকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রমাণপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জ্ঞাত করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার সমস্ত দাবি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এই নির্দিষ্ট সময়ান্তে কোনও দাবি আর গ্রাহ্য করা হইবে না।

যোগাযোগ: ডাঃ প্রবীর নাগ,
মোবাইল: 9836312950

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই জানুয়ারি, ২৮ শে পৌষ। মঙ্গল বার। দশমী তিথি, জন্মে তুলা রাশি অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল । মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শ্রীমদ্ যুগবশিষ্ঠ দেবের আবির্ভাব দিবস এবং তুষুপূজা অর্থাৎ 'তুষুর জাগরণ' ব্রত পালন করা ।)

আমরা, ১) শ্রী অরিন্দম ঘোষ, পিতা- শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, ২) শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, পিতা- মৃত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, ৩) শ্রীমতী আল্পনা ঘোষ, স্বামী- শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, সকলের সাং- মাজদিয়া খেজুর বাগান, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০১, পক্ষে বিগত ইং ২৬/১০/২০২১ তারিখে I- 113/21 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী যতীন দেবনাথ, পিতা- মৃত যোগেশ দেবনাথ, সাং- চরমাজদিয়া, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০১ মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৩/১১/২০২১ তারিখে I- 12342/21 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী রিপন বিশ্বাস, পিতা- মিন্টু বিশ্বাস, সাং- রুম নং ১৩ আই করুপা ঠাকুর চাওয়াল নং ০৩, বামনালি পারা, ওয়ালা জি, বি, রোড থানে, পানখান্ডা রোড, পো:- থানে, থানা- কাসার ওয়াদালি, জেলা- মহারাষ্ট্র, পিন- ৪০০৬১৫, মহাশয়, মৌজা - ১৮ নং মাজদিয়া, খতিয়ান নং- R.S. ৩৭৮, L.R. ২৯২৭ ও ২৯৩১, দাগ নং- R.S.& L.R. ৩২০/১১০১, মোট ৪.১২৫ শতক জমি ক্রয় করেন, পরবর্তীকালে বিগত ইং ০৫/০৪/২০২৩ তারিখে I- 1115/23 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী চম্পক দাস,পিতা- শ্রী চরিত্র দাস, সাং ও পো:- কালাটেক, থানা- শীলা, জেলা- ইস্ট খাসী হিলস, পিন- ৭৯৩১১২, রাজ্য- মেঘালয়, হাল সাং- মাজদিয়া, পো:- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০১, মহাশয়, মৌজা - ১৮ নং মাজদিয়া, খতিয়ান নং - R.S. ২৩৮,৩৭৮, L.R. ৩৮২১, ২৯২৭ ও ২৯৩১, দাগ নং - R.S. & L.R. ৩২০ এর বাটা ১১০২, ৩২০ এর বাটা ১১০১, মোট ৩.৩০ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ (মহেশগঞ্জ) B.L. & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিভাগ বন্টননামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেলগণ, **১)শ্রী বেণু রায় চৌধুরী, ২)শ্রী অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী,** উভয়ের পিতা ৺যামিনী ভূষণ রায় চৌধুরী, উভয়ের সাকিম ৩৮৮, রায় বাজার শরৎ সরণি, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩, এবং **৩)শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা রায়,** পিতা ৺যামিনী ভূষণ রায় চৌধুরী, স্বামী শঙ্করনাথ রায়, সাকিম ২১৫, গোয়ালটুলি ফ্লোরা পার্ক, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৬/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-14478/2025 নং বিভাগ বন্টননামা দলিল (Deed of Partition) মূলে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি (Schedule-A) হইতে নিজ নিজ অংশ (Schedule A1, A2 & A3) প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। **তপশীল-এ (Schedule-A)** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালি, জে.এল. নং ০৯, হাল এল.আর. ২৩৬৮ নং খতিয়ানে, হাল এল.আর. ১৭১৮ নং দাগে বাস্তু জমি 0.076 একর সম্পত্তি। **তপশীল-এ১ (Schedule-A1)** – মোট জমি 0.076 একর সম্পত্তি তন্মধ্যে শ্রী বেণু রায় চৌধুরী নামীয় 0.02533 একর। **তপশীল-এ২ (Schedule-A2)** – মোট জমি 0.076 একর সম্পত্তি তন্মধ্যে শ্রী অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী নামীয় 0.02533 একর। **তপশীল-এ৩ (Schedule-A3)** – মোট জমি 0.076 একর সম্পত্তি তন্মধ্যে শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা রায়, নামীয় 0.02533 একর। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তির বর্তমান শরিকগণ **১)শ্রী বেণু রায় চৌধুরী, ২)শ্রী অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী ও ৩) শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা রায়** সকলের পিতা ৺যামিনী ভূষণ রায় চৌধুরী, তাহাদের উক্ত বিভাগ বন্টননামা দলিল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেরিনা খাতুন** স্বামী সেখ আজগার আলি, সাকিম আয়মাপাড়া নিয়ালা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়া বিগত ইং ২৬/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06404/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**কবিরুল হোসেন** পিতা জাহিরুল হোসেন, সাকিম সারেন্দা, পাঁচপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমি সম্পত্তির অপর শরীক **১)সেখ জিয়াদুর রহমান ও ২) সৌরভ আলি** মহাশয়দ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ৩০/১২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11946/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুভাষ ঘোষ** পিতা শ্রী দিলীপ ঘোষ, সাকিম কলিসান্ডা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, হাল সাকিম প্লট-৭/২৭৫৪, ফ্ল্যাট নং ৩০২, শ্রী নীলকন্ঠ রেসিডেন্সি, চন্দুলাল নিসেরী, সৈয়দপুর, সুরাট সিটি, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩, মহাশয়কে ৮.১৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা শ্যামসুন্দরপুর, ১৩১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৪৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২০৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৪ শতকের মধ্যে ০.৮৫৭১ অংশে ১২ শতক তন্মধ্যে ৩.০১ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুভাষ ঘোষ** পিতা শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**কবিরুল হোসেন (আমমোক্তার)**

নোটিশ

আমার মক্কেল **শ্রীমতি বনানী দত্ত**, স্বামী শ্রী ধ্রুব দত্ত, নিবাস স্থায়ী ঠিকানা অ্যাপার্টমেন্ট নং : ইউপিএল০৭১৫০৪, টাওয়ার নং ৭(সপ্তমী), উপহার-দ্য কন্ডোভিলে, ২০৫২, চকগড়িয়া, ওয়ার্ড নং ১০৯, পো এবং থানা : পঞ্চসায়র, কলকাতা - ৭০০০৯৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে নিবাস -৮ স্টার্লিং প্লাজা, নর্থ হিলস- ১১৫৭৬, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ স্বামী **শ্রী ধ্রুব দত্ত** এর সহিত, পিতা প্রয়াত সচীন্দ্র নাথ দত্ত, ফ্ল্যাট মালিক হিসেবে উল্লিখিত, সম্পূর্ণ মালিক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, নং ইউপিএল০৭১৫০৪, ষোলোতম তলে, পরিমাপ ২৪০৪ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং এলসি০৭১৯, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি একতলায় সংশ্লিষ্ট ভবনে/জোন নাম উপহার লাক্সারি জোন, হাউসিং কমপ্লেক্স/প্রকল্প উপহার দ্য কন্ডোভিলে, অবস্থিত মৌজা -চকগড়িয়া, জেএল নং ২৬, আরএস প্লট নং ৫৪, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬ এবং ৭৭, প্রেমিসেস নং ২০৫২, ওয়ার্ড নং ১০৯ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা পূর্বতন পূর্ব যাদবপুর, বর্তমানে পঞ্চসায়র, কলকাতা - ৭০০০৯৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ হাউসিং বোর্ড থেকে হস্তান্তর দলিল দ্বারা ১৯.০২.২০১৩ তারিখে, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -শিয়ালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ২২৫৯ থেকে ২২৮৯, দলিল নং ১৬০৬০০৫৮৫-২০১৩ সালের।

উক্ত **শ্রীমতি বনানী দত্ত** এর হেফাজতে থাকাকালীন ডক্ত মূল হস্তান্তর দলিল নং ১৬০৬০০৫৮৫ -২০১৩ সালের উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত অনুমান রাত ৮ টার সময়ে ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ নিবাস (উপহার কমপ্লেক্স), থেকে স্থানান্তরিত/হারিয়ে যায় উক্ত সম্পত্তি দায়বদ্ধ, লিজ, লিয়েন ইত্যাদি মুক্ত এবং সমপরিমাণ দায়বদ্ধ হিসেবে বন্ধকদত্ত নয় জামিন হিসেবে, সকল দায়বদ্ধতাহীন।

সুতরাং উক্ত **শ্রীমতি বনানী দত্ত** পঞ্চসায়র থানায়-কলকাতা -৭০০০৯৪ এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি ই নং ১০১৪ তারিখ ১৭.১১.২০২৫ দাখিল করেছেন সংশ্লিষ্ট মূল হস্তান্তর দলিল নং ১৬০৬০০৫৮৫-২০১৩ হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে।

উক্ত মক্কেল এবং সহ মালিকগণ বর্তমানে উক্ত সম্পত্তি হোম লোন/ঋণ সুবিধা কোনও ব্যাঙ্কের বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়ার জন্য জামিন হিসেবে রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, যেহেতু, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রি, দান, লিজ, লিয়েন, বন্ধক ইত্যাদি রাখার ক্ষেত্রে অধিকারী। কোনও ব্যক্তি/গণ উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি দাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন, ব্যর্থ হলে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত সম্পত্তি সমপরিমাণ জামিন হিসেবে বন্ধক রাখতে পারে এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আমার মক্কেল কোনও দাবি গ্রাহ্য করবেন না।

দেবদুলাল চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট
বারুইপুর সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল কোর্ট
পো এবং থানা বারুইপুর
কলকাতা- ৭০০১৪৪
মোবাইল : ৯৬৮১০৯৭৯১৫

NOTICE

Notice is hereby given that I intend to purchase ALL THAT the piece and parcel of land containing an area of 5 Cottahs 1 Chittacks and 10 Sq.ft. be the same a little more or less, Together With a G+1 storied building with cemented floors structures standing thereon having a total covered area of 1500 Sq.ft., be the same a little more or less, lying situate at and being premises No. 89, Sambhu Babu Lane, Kolkata - 700 014, KMC Ward No. - 55, Assessee No - 110552101315 in the District 24 Parganas (South), from the existing owners thereof.

Any person having any claim or demand over the said Premises or any part thereof should intimate his/her/their claim in respect thereof in writing to the undersigned along with supporting documents within 7 days from the date of publication of this notice. If no such claim is received by me within the said period, then I shall proceed to complete the said transaction presuming that there is no such claim or dispute of any nature.

Dated this 13th day of January, 2026.

Purchaser Name : MD. KAIF
Phone no. 9831178049

আমার মক্কেল ফটিক চন্দ্র মাল পিতা সাধন চন্দ্র মাল সাকিম কাঞ্চনপুর, জেলা বাঁকুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে গত ইংরেজি 2/08/2022 তারিখে বাঁকুড়া D.S.R অফিসে 4557 নং কোবালা দলিল মূলে জমি ক্রয় করিয়াছেন, যার আমমোক্তার নামা দলিল নং হল 2302 (09/09/2020 D.S.R BANKURA) থানা বাঁকুড়া, মৌজা কাঞ্চনপুর (জে এল নং 245) এল আর মাপে 587 নং খতিয়ান হইতে (আগত খতিয়ান 1357) হাল 606 নং দাগে 0.04 একর পরিমাণ। দাতা- রঞ্জিত রানা পিতা স্বর্গীয় মৃগেন্দ্র রানা- র নিকট হইতে নিযুক্তিও আমমোক্তার শ্রী সমীর রানা পিতা স্বর্গীয় আদিত্য রানা, সাং কাঞ্চনপুর, বাঁকুড়া -এর নিকট হইতে আমার মক্কেল জমি ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেণ, উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে B.L.& L.R.O BANKURA-II অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথাই নিয়ম অনুসারে নামপত্তনের কার্যকলাপ সিদ্ধ হইবে।

Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judge's Court, Bankura, Enrolment No.: F-684/2009

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)রীতা দাস, ২)শোভা রানী হিচলী, ৩)আরতী মিদ্ধা, ৪)সুষমা মন্ডল, ৫)অসীমা কাবাসী ও ৬)চৈতালী বাগ**, সকলের পিতা ৺ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সকলের সাকিম পন্ডিত সাতঘড়া, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০১০ সালে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00040/2010 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সাগর বিশ্বাস** পিতা ৺ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাকিম পন্ডিত সাতঘড়া, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে সম্পত্তির অপর শরীকগণের সহিত যৌথ ভাবে আমার মক্কেল **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা শ্রীরামপুর, মৌজা পন্ডিত সাতঘড়া, ১৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪ ও ৫৯৫ নং খতিয়ানে, হাল এল.আর. ৭৩২ নং দাগে বাঁশ বাগান সম্পত্তি হইতে ১)বিগত ইং ২৬/০৭/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02387/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অঙ্কিত রাজ** পিতা শ্রী রবীন্দ্র কুমার, সাকিম জামা, মহুলবানা, জামা, দুমকা, ঝাড়খন্ড-৮৪-১১০, মহাশয়কে ১.৭৫ শতক বা ০১ কাঠা ০১ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ২)বিগত ইং ২৬/০৭/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02392/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মন্ধ্যা দেবী** পিতা শ্রী সুভাগ পন্ডিত, সাকিম ৯৩০, শ্রী কৃষ্ণ নগর, প্রভাসনগর, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২৪৯, মহাশয়াকে ৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ৩)বিগত ইং ৩১/০৭/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02485/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী স্নেহলতা কুমারী**, স্বামী শ্রী শশী কান্ত নিরালা, সাকিম দেশানা, আস্থায়ান, নালন্দা, বিহার-৮০৩১০৭, মহাশয়াকে ৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ৪)বিগত ইং ৩১/০৭/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02484/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মুন্নি কুমারী**, স্বামী শ্রী শ্রাওন মন্ডল, সাকিম ৫০, শ্রী কৃষ্ণ নগর, প্রভাসনগর, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২৪৯, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৭ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। একুনে চারটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী অঙ্কিত রাজ, ২)শ্রীমতী মন্ধ্যা দেবী, ৩)শ্রীমতী স্নেহলতা কুমারী, ৪)শ্রীমতী মুন্নি কুমারী,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও শ্রীরামপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'নিজের মানুষকে হারালাম', সমীর পুততুণ্ডর প্রয়াণে রাজনীতির এক অধ্যায়ের ইতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন পিডিএস (পার্টি ফর ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম)-এর সাধারণ সম্পাদক সমীর পুততুণ্ড। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরে সিওপিডি-র সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁর জীবনাবসান হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, মৃত্যুর দু'দিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

ছাত্র রাজনীতির হাত ধরে বাম আন্দোলনে উঠে আসা সমীর পুততুণ্ড দীর্ঘদিন সিপিএমের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন। দলের ভিতরে নানা দায়িত্ব সামলানোর পরে নেতৃত্বের সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে সরে আসেন। তাঁর স্ত্রী অনুরাধা পুততুণ্ডও একই পথে হাঁটেন। পরবর্তীতে সৈফুদ্দিন চৌধুরির সঙ্গে হাত মিলিয়ে গড়ে তোলেন পিডিএস। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই দলেই সক্রিয় ছিলেন সমীর পুততুণ্ড। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে তাঁকে সক্রিয় দেখা গিয়েছিল; সেই ছবি আজও রাজনৈতিক স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, একদা বাম আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা সমীর পুততুণ্ডকে হারিয়ে আমি মর্মাহত। মনে হচ্ছে, নিজের কাউকে হারালাম। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম একসঙ্গে লড়াই করেছি। অনুরাধাদির পাশে সর্বদা আছি। সমীর পুততুণ্ডর মৃত্যুতে রাজনীতির ময়দান হারাল এক স্পষ্টভাষী, আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

উত্তরবঙ্গের আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন, স্বামীজির জন্মদিনে রেলের নতুন অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: সোমবার সল্টলেকের বিজেপি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণ জন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এ দিনটি শুধু স্বামীজির নয়, বাংলার অমর শহিদ মাস্টারদা সূর্য সেনের আত্মত্যাগের দিনও। ব্রিটিশ শাসন তাঁকে প্রায় মৃত অবস্থায় ফাঁসি দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর সংগ্রাম শুধুই ভারতের স্বাধীনতার জন্য, কোনো সীমান্ত বা বিভাজনের জন্য নয়। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, দেশ বিভাজনের পরও ওপার বাংলার মানুষ আজও স্বামীজির প্রতি স্বাধীনভাবে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে না। একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের সভ্যতার জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হত্যা, পুড়িয়ে মারার মতো নির্মম ঘটনা এবং র‍্যাডিকালিজেশনের ছায়া দুই বাংলার মাঝে একই ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে তিনি তীব্র আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে রাজ্য বাজেটের বড় অংশ উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামোতে খরচ হয় না।

মুখ্যমন্ত্রীর 'উত্তরকন্যা' ঘোষণার পরেও সেখানকার সড়ক, যোগাযোগ ও জনসাধারণের সুবিধা তেমন বাড়েনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৭ জানুয়ারি থেকে কলকাতা-কমাখ্যা বন্দে ভারত ফার্স্ট স্লিপার ট্রেন চলাচল শুরু হবে। ট্রেনগুলির গতি ঘণ্টায় ১৩০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, মালদা থেকে কমাখ্যার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করবেন এবং জনসভায় জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবেন। নতুন রেল সংযোগের মাধ্যমে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার ও মালদার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হবে।

বেলুড় মঠে স্বামীজির জন্মদিনে ভাবগম্ভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলুড়: বেলুড় মঠ আজ নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে মোড়া এক পবিত্র তীর্থভূমি। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ও ৪২ তম জাতীয় যুব দিবস; এই যুগল উপলক্ষে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রাঙ্গণে আধ্যাত্মিকতা ও যুবচেতনার অনন্য মিলন প্রত্যক্ষ করল শহর। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে দিনের সূচনা। ধূপ-ধুনো ও স্তবগানের আবেশে মঠ প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে আত্মনিমগ্ন। এরপর স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরে বিশেষ পুজোয় সন্ন্যাসীদের স্তবপাঠ ও নিরব প্রার্থনায় ফুটে ওঠে কালোত্তীর্ণ ভাবধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

দিনের সঙ্গে সঙ্গে বেলুড় মঠের মাঠে শুরু হয় ধর্মসভা ও ভাবসভা। আলোচনায় বারবার ফিরে আসে স্বামীজির অমোঘ আহ্বান; ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না। প্রতিটি বক্তব্যেই ছিল আত্মগঠনের তাগিদ ও সমাজচেতনার ডাক। যুবশক্তিই জাতির ভবিষ্যৎ; এই ভাবনাতেই ধরা দেয় জাতীয় যুব দিবসের মর্মবাণী। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখার শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাযাত্রা নীরব অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ে মঠ প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছয়। বিশেষভাবে এদিন নজর কেড়েছে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি।

সম্প্রীতির মুখোশে বিভাজন, শুভেন্দু অধিকারীর সরাসরি তোপ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঘিরে কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের নেতাদের মুখে 'সম্প্রীতি' শব্দটি ব্যবহার করা প্রায় বিদ্রূপাত্মক, কারণ বাস্তবে তা জনগণকে বিভাজনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুভেন্দু আরও উল্লেখ করেছেন, সম্প্রতি মোথাবাড়িতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তৃণমূলের মুসলিম নেতারা হিন্দু-মুসলিম ভোটারদের ৬৫ শতাংশ-৩৫ শতাংশ হিসেবে ভাগ করে দেখাচ্ছেন।

হিন্দু ভোটাররা নাকি বিজেপিকে ভোট দেবেন, তাই মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সব মুসলিমকে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, ভারতের বহু রাজ্যে, কেন্দ্রের বাইরে, বিজেপি সরকারের অধীনে মুসলিম জনগণের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত রয়েছে। কোথাও মুসলিমরা বিপন্ন নয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেতারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারী সকল সনাতনী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন, এই বিভাজন, ভীতি ও সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকে প্রতিহত করুন। বিজেপি সরকারের উন্নয়ন সকল ধর্মের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ধর্মের নামে রাজনীতি করা আমাদের ধারায় নেই।

রাজ্যে অতিরিক্ত ২ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সময়সীমা ঘনিয়ে আসায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় গতি বাড়াতে সক্রিয় হয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুনানি পর্ব দ্রুত সম্পন্ন করতেই রাজ্যে অতিরিক্ত ২ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ৪ হাজার ৬০০ জন মাইক্রো অবজার্ভার মোতায়েন রয়েছেন। নতুন নিয়োগের ফলে রাজ্যে মোট মাইক্রো অবজার্ভারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬ হাজার ৬০০। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুনানির চাপ সামাল দিতে শুনানি কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো এবং অতিরিক্ত এআরও নিয়োগের বিষয়েও ভাবনা চলছে। লক্ষ্য একটাই; নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধনী প্রক্রিয়া শেষ করা। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত মাইক্রো অবজার্ভারদের

একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে ১৫ জানুয়ারি, দক্ষিণ কলকাতায়। সেখানে তথ্য যাচাইয়ের বিধি, অসঙ্গতি শনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং সেক্টর অফিসারদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরই তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা। কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আনম্যাপ ভোটার, তথ্যগত অসঙ্গতি এবং অন্যান্য কারণে রাজ্যে এক কোটিরও বেশি ভোটারকে শুনানিতে ডাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ৩৪ লক্ষ মানুষকে শুনানির নোটিস পাঠানো হয়েছে।

জগদ্দলের বন্ধ জেজেআই জুটমিল খোলার দাবিতে বিক্ষোভ

সিপিএম-তৃণমূল জুটশিল্পকে পুরো শেষ করে দিয়েছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অবিলম্বে মিল খোলার দাবিতে সোমবার সোচ্চার হলেন জগদ্দলের জেজেআই জুটমিলের বিপন্ন শ্রমিকরা। মিলের গেটে থালা বাজিয়ে তাঁরা অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শুধু শ্রমিকরাই নয়, শ্রমিক পরিবারের সন্তানরাও থালা বাজিয়ে মিল গেটে বিক্ষোভে অংশ নেয়। এদিন বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিলেন বামেদের শ্রমিক সংগঠন বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ ডিসেম্বর রাতে আচমকা সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় জুটমিল কর্তৃপক্ষ। মিল বন্ধের জেরে কর্মহীন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে চার হাজার শ্রমিক। যদিও মিল বন্ধের নোটিসে কাঁচা পাটের তীব্র অভাব এবং অস্বাভাবিক হারে কাঁচা পাটের দাম বৃদ্ধিকেই দায়ী করেছে মালিকপক্ষ। প্রসঙ্গত, গত ৯ জানুয়ারি মিল খোলার দাবিতে প্রায় এক ঘণ্টা ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল সংযুক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন। ইনটাক, বিসিএমইউ, জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং আইএনটিটিইউসি-এই চারটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সেদিন বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। প্রশাসনের মাধ্যমে মিল কর্তৃপক্ষ সেদিন জানিয়েছিল, দশ দিন বাদে মিল চালু হয়ে যাবে। কিন্তু মিল চালুর ব্যাপারে মালিকপক্ষের কোনও হেলদোল না থাকায় এদিন ফের বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিপন্ন শ্রমিকরা। বিসিএমইউ নেতা রঞ্জিত কুমার মণ্ডল বলেন, শ্রমিকদের পেটে ভাত নেই। পার্শ্ববর্তী অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল পাঁচ ঘণ্টা করে চালু করা হয়েছে। কিন্তু জেজেআই জুটমিল খোলার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, রাজ্যে ১৯ টা জুটমিল বন্ধ। তার মধ্যে ভাটপাড়া-জগদ্দলে ছয়টি মিল এখনও বন্ধ রয়েছে। অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন শ্রমিক মহল্লার মানুষজন। যদিও জুটমিলের পরিস্থিতি খারাপের জন্য বামেদের ও তৃণমূলকে দায়ী করেছেন শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, সিপিএম এবং তৃণমূল জুটশিল্পকে পুরো শেষ করে দিয়েছে। তৃণমূল ক্ষমতায় এসে জুটশিল্পকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। থালা বাজিয়ে বিক্ষোভ নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, জুটমিল বাঁচাতে বামেদের হুঁশ অনেক দেরিতে ফিরেছে। বামজমানায় হুঁশ ফিরলে জুটশিল্পের পরিস্থিতি এতটা খারাপ হত না। ওরা অনেক দেরিতে বুঝেছে, জুটশিল্প বাঁচাতে একজোট হয়ে লড়াই করা দরকার। শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের পিএফ, গ্রাচুইটি, ইএসআই কিছুই মিলছে না। ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। জুটশিল্প বাঁচাতে সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নকে একজোট হয়ে লড়াই করার পরামর্শ দিলেন শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং।

গঙ্গাসাগর নিয়ে শিয়ালদহে হাইভোল্টেজ নিরাপত্তা পরিদর্শন রেলের শীর্ষকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬ ঘিরে বিপুল তীর্থযাত্রী সমাগমের আগে শিয়ালদহ স্টেশনে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরেজমিনে পরিদর্শনে এলেন পূর্ব রেলের আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয়া নন্দন সিনহা। শুক্রবার স্টেশনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঘুরে তিনি বহিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শন শেষে তিনি স্পষ্ট করে জানান, যাত্রী নিরাপত্তায় কোনও আপস নয়। পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন;সবকিছুই কঠোর নজরদারির মধ্যে রয়েছে। শিয়ালদহে ৫৪ জন আধিকারিক ও ৩৪০ জন আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

জিআরপি ও রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখা হয়েছে পুরো স্টেশন চত্বর। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসানো হয়েছে অতিরিক্ত ২৮টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা। ভিড় নিয়ন্ত্রণে চালু হয়েছে ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম ও আলাদা আগমন-বহির্গমন ব্যবস্থাপনা। রাতের মেলা স্পেশ্যাল ইএমইউ ট্রেনগুলিতে আরপিএফ এসকর্ট থাকছে। যাত্রী চাপ সামাল দিতে মেলা চলাকালীন ১২৬টি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্ল্যাটফর্ম ১৫ ও ১৬ নির্দিষ্ট করা হয়েছে শুধুমাত্র মেলাগামী ট্রেনের জন্য।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ২৮ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার

স্বামীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

■ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার দেশজুড়ে পালিত হল জাতীয় যুব দিবস। আধ্যাত্মিক জাগরণ ও চরিত্রগঠনের এই মহান বার্তাকে স্মরণ করে রাজ্য-রাজনীতির শীর্ষ মহল থেকে উঠে এল শ্রদ্ধা ও আদর্শের আহ্বান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ভারতের স্বাদেশিক আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সমাজকর্ম ও দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়, দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও সম্প্রীতির বার্তাকে বর্তমান সমাজের পাথেয় বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণ, 'বিবেকতীর্থ' প্রকল্প এবং যুবকল্যাণমূলক উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এক্সবার্তায় লেখেন, জাতীয় যুব দিবসে দেশবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা। স্বামীজি যে শক্তি, সাহস ও চরিত্রের পথ দেখিয়েছেন, যুবসমাজ সেই পথেই এগিয়ে যাক। তাঁর মতে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শই নতুন প্রজন্মের নৈতিক ভিত গড়ে দিতে পারে। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে পদযাত্রায় অংশ নেন। সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির পৈতৃক বাড়িতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, যুবসমাজের দৃঢ় সংকল্পই আগামী দিনে বিকশিত ভারতের ভিত গড়বে।

মা উড়ালপুলে অ্যাপ-শাটল নিষিদ্ধ

■ সকাল-সন্ধ্যার অফিসযাত্রায় শহর কার্যত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই কড়া সিদ্ধান্ত নিল ট্রাফিক বিভাগ। যানজট কমাতে মা উড়ালপুলে অ্যাপভিত্তিক শাটল বাস চলাচল বন্ধের নির্দেশ জারি হয়েছে। পুলিশের পর্যবেক্ষণ, অফিস টাইমে এই বাসগুলি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলে, ফলে উড়ালপুলের মুখ ও সংযোগকারী রাস্তায় গতি একেবারে থমকে যায়। জোকা থেকে গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ থেকে যাদবপুর; দক্ষিণ কলকাতার নানা প্রান্ত থেকে প্রতিদিন সল্টলেক ও নিউটাউনমুখী শতাধিক শাটল বাস নামে রাস্তায়। সংখ্যাটা প্রায় চারশোর কাছাকাছি। এই অতিরিক্ত চাপেই তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট। ট্রাফিক কর্তাদের বক্তব্য, উড়ালপুল দ্রুতগামী যান চলাচলের জন্য, বাস স্ট্যান্ড বানানোর জন্য নয়। শহরের চলাচল স্বাভাবিক রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে।

বাঘাযতীন স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

■ সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে সকাল হতেই বিশৃঙ্খলা ছড়াল শিয়ালদহ বিভাগের বাঘাযতীন রেল স্টেশনে। সোমবার ভোরে প্ল্যাটফর্মে অগ্নিকাণ্ডের জেরে আচমকা স্তব্ধ হয়ে যায় ট্রেন পরিষেবা। অফিস টাইমে এই ঘটনায় চরম দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সকাল ছ'টা নাগাদ ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকা একটি অস্থায়ী কাপড়ের দোকান থেকে আগুনের লেলিহান শিখা উঠতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানগুলিতে। আতঙ্কে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত যাত্রীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডাউন লাইনে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল। তার রেশ পড়ে আপ লাইনের উপরেও; একাধিক লোকাল ট্রেন আটকে যায় মাঝপথে। এক যাত্রী জানান, ত্প্রতিদিনের মতো কাজে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ধোঁয়া আর আগুন দেখে মনে হল বড় বিপদ ঘটে যাবে। ট্রেন বন্ধ, চারদিকে শুধু আতঙ্ক।

এটা আইনরক্ষা নয়, দিনের আলোয় লুঠ

আইপ্যাক-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশকে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইপ্যাকের দপ্তর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ফের রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, এটাকে আইন প্রয়োগ বলা যায় না, এটা দিনের আলোয় সংগঠিত লুঠ। শুভেন্দুর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও মদতে কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের একাংশ আধিকারিক ইচ্ছাকৃতভাবে ইডি-র তদন্ত ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর ভাষায়, প্রায় পঞ্চাশজন পুলিশ অফিসার একজোট হয়ে তদন্তে ন্র গুরুত্বপূর্ণ নথি ও কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়। এটা আইনের শাসন নয়, নগ্ন গুন্ডাগিরি।

তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ ও প্রশাসনের এই ভূমিকা তদন্তকারী সংস্থার কাজে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করেছে এবং প্রমাণ লোপাটের গুরুতর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুভেন্দুর কটাক্ষ, ইউনিফর্ম পরে যাঁরা এই কাজ করেছে, তাঁরা আসলে শাসক দলের ব্যক্তিগত বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এদিন তিনি প্রকাশ্যে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, তাঁদের নাম ও পদ উল্লেখ করেন, প্রিয়ব্রত রায়, আইপিএস; ডিসিএসডি, কলকাতা পুলিশ। শান্তনু সিনহা বিশ্বাস; ডেপুটি কমিশনার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও এসএসইউ, কলকাতা পুলিশ। ইনস্পেক্টর অয়ন ভৌমিক; ওসি, শেক্সপিয়ার সরণি থানা। ইনস্পেক্টর বিজিতস্ব রাউত; আইবি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এসআই রুহুল আমিন আলি শাহ; এসডি, কলকাতা পুলিশ। এসআই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; এসডি টু সিডি, কলকাতা পুলিশ। লেডি এসআই লীনা ভট্টাচার্য; সিডি, কলকাতা পুলিশ। এএসআই মৃত্যুঞ্জয় রায়; ইএসডি/এনডি, কলকাতা পুলিশ। এএসআই সাইকত বিশ্বাস; ট্রাফিক পুলিশ, কলকাতা। এএএসআই মহাদেব কবিরাজ; ৭ম ব্যাটালিয়ন, বিএইচকিউ, কলকাতা পুলিশ। এবং এএএসআই সৌমেন বিশ্বাস; বিএইচকিউ, কলকাতা পুলিশ।

শুভেন্দুর কড়া দাবি, এরা সবাই শপথভঙ্গকারী। অবিলম্বে সাসপেন্ড ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত। এখানেই থামেননি তিনি। তাঁর অভিযোগ, ইডি ও সিবিআইয়ের তদন্তের ভয়ে এই পুলিশ আধিকারিকরাই এখন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বাড়ি ঘিরে রেখে ফাইল সরিয়ে আরও অপরাধ ঢাকার কাজ করছে। এই বিস্ফোরক অভিযোগে আইপ্যাক তল্লাশি-কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বিতর্ক রাজ্য প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে আরও বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন।

কলেজিয়ামের সুপারিশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে সুজয় পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলেজিয়ামের সুপারিশ মানেই দায়িত্বের নতুন অধ্যায়, এই বার্তাই স্পষ্ট হল সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ সিদ্ধান্তে। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করল শীর্ষ আদালতের কলেজিয়াম। ৯ জানুয়ারির বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক কলকাতা হাইকোর্টে শুরু হতে চলেছে এক প্রবাসী বাঙালি বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্বপর্ব।

মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে জন্ম নেওয়া সুজয় পালের বিচারজীবনের পথচলা শুরু হয়েছিল সেখানেই। শিকড় অন্য রাজ্যে, কিন্তু ন্যায়বোধ সর্বত্র এক; এই বিশ্বাসেই তিনি দীর্ঘদিন আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন মধ্যপ্রদেশে। রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা ও এলএলবি পাশ করে ১৯৯০ সালে বার কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত করেন। ২০১১ সালে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ২০১৪ সালে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে বদলি হলেও ২০২৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশে কলকাতা হাইকোর্টে আগমন। দুর্গাপুজোর আগে তিলোত্তমার বিচারালয়ে যোগ দিয়েই গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি।

বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের অবসরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পান বিচারপতি সৌমেন সেন। পরবর্তীতে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে সৌমেন সেনের নাম সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ কার্যকর হওয়ার তিনি মেঘালয় চলে যান। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পান বিচারপতি সুজয় পাল। এবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন তিনি।

গঙ্গাসাগরে অসুস্থ পুণ্যার্থী, হেলিকপ্টারে কলকাতায় স্থানান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যস্নানের আবহে ভিড় ক্রমেই ঘনাচ্ছে। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীদের ঢল নেমেছে সাগরদ্বীপে। সেই ভিড়ের মাঝেই ফের সামনে এল প্রশাসনের জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থার বাস্তব ছবি। ভিনরাজ্যের এক প্রবীণ পুণ্যার্থী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আকাশপথে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল তাঁকে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা ৬৪ বছরের শান্তালাল রবিবার গঙ্গাসাগরে হঠাৎই শ্বাসজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হন। প্রথমে তাঁকে মেলার অস্থায়ী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু রাতভর চিকিৎসার পরও শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত উন্নত চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টার নামানো সম্ভব না হওয়ায় সোমবার সকালে তাঁকে গঙ্গাসাগর হেলিপ্যাডে নিয়ে এসে এয়ারলিফট করা হয় কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে। পশ্চিমবঙ্গ হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস জানান, যাঁদের অস্থায়ী হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব নয়, তাঁদের জন্যই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। বহু বছর ধরেই জেলা প্রশাসনের পাশে রয়েছি আমরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা বলেন, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসাই অগ্রাধিকার। তাই ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স, হেলিকপ্টার ও একাধিক অস্থায়ী হাসপাতালের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ফাইল চুরি-কাণ্ডে মমতাকে জেলে যেতেই হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার সারা দেশ জুড়ে পালিত হল জাতীয় যুব দিবস পালিত। এই বিশেষ দিনে কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রান ফর ইউথ অর্থাৎ 'হাফ ম্যারাথন' দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শ্যামনগর ২৩ নম্বর রেলগেট থেকে শুরু হয়ে ফিডার রোড ধরে বাসুদেবপুর মোড় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে গিয়ে শেষ হয় এই দৌড় প্রতিযোগিতা। ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে কয়েক'শো প্রতিযোগী এদিন এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দৌড়ের ছন্দেই অগ্রগতির ডাক দিলেন। তিনি বলেন, দৌড়ের মাধ্যমেই পিছিয়ে পড়া এই বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলা কিংবা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যুব সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। প্রসঙ্গত, আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে ইডির তল্লাশি ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একটি এবং তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে আরও একটি পৃথক মামলা দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ফাইল চুরি নিয়ে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, রাজ্য সরকার ক্যাভিয়েট দাখিল করলেও, ফাইল চুরি কাণ্ডে মমতাকে জেলে যেতেই হবে। প্রসঙ্গত, ইডিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বলেছিলেন, আইপ্যাকের নথি বাজেয়াপ্ত করবেন না। নাহলে গ্রেপ্তার করা হবে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ফাইল চুরি কাণ্ডে রাজীব কুমারকেও শাস্তি পেতে হবে। ২.৫ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের সংখ্যা এক হাজার ছাপিয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, যুবসমাজ ও মাতৃশক্তিকে মজবুত করতে এই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রিয়াঙ্গু জানান, স্বামীজির বলতেন, জীব সেবাই শিব সেবা। স্বামীজির সেই মহান বাণীকে পাথেয় করেই তিনি এগোতে চান। এদিন হাজির ছিলেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে অশোক সোনি ও শঙ্কর সিং প্রমুখ। দৌড় প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

মকর সংক্রান্তির মুখে কলকাতা-সহ বাংলাজুড়ে কনকনে ঠান্ডার সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার শীতে হঠাৎ ওঠানামা চমক দিলেও ঠান্ডা যে বিদায় নিচ্ছে না, তা স্পষ্ট। শনিবার যেখানে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১১.৫ ডিগ্রিতে, সেখানে আচমকা তা বেড়ে ১৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছয়। তবে এই সাময়িক উষ্ণতা শীতের ধার ভাঙতে পারেনি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস; আগামী অন্তত সাতদিন রাজ্যজুড়ে কনকনে ঠান্ডা জাঁকিয়ে থাকবে।

হাওয়া অফিসের বক্তব্য, মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা আরও নামতে পারে। আপাতত কোনও বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সোমবার ভোর ও সকাল কুয়াশায় ঢাকা ছিল, বেলা বাড়লে রোদ উঠলেও ঠান্ডার দাপট বজায় ছিল। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ২৩ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। মঙ্গলবারও ছবিটা প্রায় একই। সকালের দিকে ঘন কুয়াশা, দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে ৫০ মিটারের নীচে। তাপমাত্রা আরও এক ধাপ নামার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গেও ঠান্ডা অপরিবর্তিত। মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান ও পিঠেপুলির উৎসবের মাঝেই শীতের কাঁপুনি। কুয়াশার দাপটে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। তাই ভোরে বেরোনো মানুষজনকে সতর্ক করে হাওয়া অফিস বলছে, গতি কমিয়ে চলুন, সাবধানেই উৎসব উপভোগ করুন।

গঙ্গাসাগর যাত্রার মুখে লঙ্গরখানায় কড়া নজর, বাবুঘাটে খাদ্য সুরক্ষার তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মকর সংক্রান্তির আর মাত্র দু'দিন বাকি। তার আগেই তীর্থযাত্রার স্রোতে উত্তাল গঙ্গাসাগরমুখী পথ। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা লক্ষাধিক পুণ্যার্থী এখন ভিড় জমাচ্ছেন কলকাতার বাবুঘাট ট্রানজিট ক্যাম্পে। সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে সাগরযাত্রা। এই অস্থায়ী শিবিরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে চলছে বিশাল লঙ্গরখানা; প্রতিদিন দুপুর ও রাতে হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে আহার করছেন।

এই বিপুল আয়োজনের আড়ালে যেন স্বাস্থ্যঝুঁকি না লুকিয়ে থাকে, তা নিশ্চিত করতেই সক্রিয় কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ। গত ছ'বছর ধরে চলা এই বিশেষ অভিযানে এবারও দু'টি ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার নিয়ে বাবুঘাট এলাকায় হানা দিচ্ছেন আধিকারিকরা। রান্নাঘরে ঢুকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে দুধ-চা থেকে শুরু করে খিচুড়ি, তরকারি, লুচি ও মিষ্টির প্রতিটি ধাপ। বিশেষ নজর মশলা ও ভোজ্য তেলে।

পুরসভা সূত্র জানায়, ৮ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন গড়ে ১৫০-১৮০টি খাদ্যনমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় ধরা পড়ছে নিম্নমানের রং ও ভেজাল মশলা। সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি নষ্ট করে সতর্ক করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট লঙ্গর কর্তৃপক্ষকে। এক আধিকারিকের কথায়, আগে খাবার মিলত ঠিকই, কিন্তু গুণমান ছিল চিন্তার। ধারাবাহিক নজরদারিতেই আজ পরিবর্তন এসেছে। এখন বেশিরভাগ লঙ্গরেই নিরাপদ ও মানসম্মত খাবার মিলছে।

কলকাতা মেট্রোর রূপান্তর, শহরের গতি এখন ভূগর্ভ থেকে আকাশছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো চার দশকের অভিজ্ঞতাকে পেছনে ফেলে নতুন গতি ধরেছে। ২০১৪ সালের পর মাত্র এক দশকে ৪৫ কিলোমিটারেরও বেশি নতুন লাইন চালু হয়েছে, যা শহরের যাতায়াতের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। নতুন ইস্ট-ওয়েস্ট গ্রিন লাইন হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাত্রাকে মাত্র ৩৫ মিনিটে সীমিত করেছে, যা আগের যানজটপূর্ণ ঘণ্টাগুলিকে ইতিহাসে পরিণত করেছে।

মার্চ ২০২৪-এ হুগলি নদীর নীচ দিয়ে প্রথম ভূগর্ভস্থ টানেল চালু হওয়ায়, পূর্ব ও পশ্চিম কলকাতার সংযোগ অব্যাহতভাবে নির্ভরযোগ্য হয়েছে। অগস্ট ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী তিনটি প্রধান করিডোর উদ্বোধন করে, ইয়েলো লাইন বিমানবন্দর পর্যন্ত সরাসরি সংযোগ, আর অরেঞ্জ লাইন দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতার যাত্রা দ্রুত করেছে।

মেট্রোর পাঁচটি রং-চিহ্নিত লাইন এখন ৭৩ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। জোকা-এসপ্ল্যানেড, নিউ গড়িয়া-দমদম বিমানবন্দর এবং নোয়াপাড়া-বারাসাত করিডোরের কাজ চলমান, তবে জমি অধিগ্রহণ ও ট্র্যাফিক ডাইভারশন বাধা তৈরি করছে।

উৎসবকালীন ভিড়ও মেট্রো নির্বিঘ্নে সামাল দিয়েছে, জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা এখন শুধু রাস্তা নয়, মেট্রোর আয়তনে নিখুঁত গতিশীল শহর, যেখানে প্রতিটি রেললাইন মানুষের জীবনকে সহজ করছে।

জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার জগদ্দলের মাদরাল দুলেপাড়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা করেই জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের আনাচে কানাচে লুকিয়ে চুরিয়ে চলছে পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাটের মতো অবৈধ কারবার। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় মানুষজনের। এবার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের দুলে পাড়ায় জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, জনৈক রেখা সিং সোমবার সকাল থেকে সাদা বালি ফেলে জলাভূমি ভরাট করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা একজোট হয়ে জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ভাটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। জমির মালিককে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কোনওমতেই জলাভূমি ভরাট করা যাবে না। জলাভূমি ভরাট করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দা অনিতা সিং বলেন, একটা সময় পুকুরে এলাকার মানুষজন স্নান করতেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে পুকুরটি আগাছায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সাফাই না করে জমির মালিক পুকুরে সাদা বালি ফেলে ভরাট করছেন। যদিও জমির মালিক রেখা সিংয়ের দাবি, ওটা পুকুর নয়। জমির রেকর্ডে ডাঙার উল্লেখ রয়েছে। রেখা দেবী জানান, নিচু জমি উঁচু করার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি পুরসভা/ আবেদনও করেছেন। প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি জমির মালিক রেখা সিং ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সনের কাছে আবেদন করেছেন নিচু জত্বি উঁচু করার জন্য। যদিও পুরসভার তরফে এখনও পর্যন্ত জমি উঁচু করার বিষয়ে অনুমতি মেলেনি। তথাপি রেখা দেবী এদিন বালি ফেলে জলাভূমি ভরাটের কাজ করছিলেন। যদিও স্থানীয়রা রুখে দাঁড়ানোয় আপাতত থমকে গেল জলাভূমি ভরাটের কাজ। স্থানীয়রা চাইছেন, সংস্কার করে পুকুরটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পেনশন-গ্র্যাচুয়িটি সিদ্ধান্ত ছ'মাসের জন্য স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে নতুন বিতর্ক এড়াতেই কি পা পিছোল রাজ্য? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ঘিরে শিক্ষা ও প্রশাসনিক মহলে উঠছে এমনই প্রশ্ন। শুক্রবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ছ'মাস অর্থাৎ ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত; পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটি বিষয়ে রাজ্য সরকার সরাসরি কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। এই সময়সীমায় অবসরকালীন সুবিধা নির্ধারণের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতেই। এর আগে ২০২৫ সালের ১ অক্টোবরের পর অবসর নেওয়া কর্মীদের ক্ষেত্রে কেবল প্রভিশনাল সুবিধা দেওয়ার ঘোষণায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে শিক্ষক সংগঠনগুলি। কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী-সহ ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়। সেই চাপেই অবস্থান বদল; এমনটাই দাবি শিক্ষকমহলের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় বলেন, আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম; মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই কি কাটছাঁট? তা হলে দায় কার? দপ্তরের চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, অন্তত ২০ বছর চাকরি না করেও কোথাও কোথাও পূর্ণ পেনশন দেওয়া হয়েছে, তাই নিয়ম বদল প্রয়োজন। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি সনাতন চট্টোপাধ্যায়ের সাফ কথা, সরকারি বিধি মেনেই হিসাব হয়। একতরফা হস্তক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারে আঘাত। আলোচনাই পথ ছিল। ছ'মাসের স্বস্তি মিললেও, জুনের পর কোন পথে হাঁটবে সরকার; তা নিয়েই এখন নজর শিক্ষাঙ্গনের।

২২ জানুয়ারি শুরু বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুরু হচ্ছে ২২ জানুয়ারি বিকেল ৪টে থেকে। এ বছর মেট্রোযোগে হাওড়া, এসপ্ল্যানেড হয়ে সরাসরি মেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছনো যাবে। মেলার দিনগুলিতে রাত ১০টা পর্যন্ত বাড়তি মেট্রো পরিষেবা মিলবে, ছুটির দিনেও চলবে ট্রেন। প্রাঙ্গণে থাকবে মেট্রোর বিশেষ বুথ, যেখানে ইউপিআই-তে টিকিট কাটা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইমেলার উদ্বোধন করবেন। ফোকাল থিম দেশ আর্জেন্টিনা, অংশ নিচ্ছে ২০টি দেশ। অ্যাপ, কিউআর কোড ও ভার্চুয়াল ব্যবস্থায় আরও আধুনিক বইমেলা।

সম্পাদকীয়

আইপ্যাকে তল্লাশির মামলায় প্রশাসনকে জড়িয়ে আরও বিপাকে মুখ্যমন্ত্রী

কয়লা পাচার মামলায় আইপ্যাক কর্ণধারের বাড়ি ও অফিসে ইডির তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে এবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে ইডি। সেই মামলায় আরও বড় বিপাকে পড়তে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে সেই সম্ভাবনাই প্রবল। যতই তিনি দলনেত্রী হিসেবে এই কাজ করার দাবি করুন না কেন, ঘটনাস্থলে পুলিশের ডিজি, কলকাতার নগরপালকে টেনে নিয়ে এসে তিনি বড় প্যাঁচে পড়তে পড়তে চলেছেন। প্রশাসনকেও তিনি গোটা ঘটনায় যে ভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন তাতে তাঁর পক্ষে এযাত্রায় সহজে রেহাই পাওয়া কঠিন। কারণ, সুপ্রিম কোর্টে ইডি খুব স্বাভাবিক ভাবেই গোটা প্রশাসনকে জড়িয়ে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এনিয়ে জোড়া মামলা দায়ের করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, ডিসি প্রিয়ব্রত রায়কেও যুক্ত করা হয়েছে। পার্টি করা হয়েছে আরেক কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইকেও। দুটি মামলাই গৃহীত হয়েছে শীর্ষ আদালতে। জোড়া মামলার একটি ইডির তরফে, অন্যটি আলাদাভাবে দায়ের করেছেন ইডির তিন অফিসার। অভিযোগ, তল্লাশি চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের কাছে থাকা বাজেয়াপ্ত করা ফাইল ছিনিয়ে নেন। এদিকে ইডি হানার পরই কলকাতা হাইকোর্টে এনিয়ে মোট তিনটি মামলা দায়ের হয়।বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে। সেই মামলার একটি ইডির তরফে, বাকি দুটি রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দায়ের করা হয়। সব মিলিয়ে এবার মমতা ও তাঁর প্রশাসন বেশ বেকায়দায়। গোটা ঘটনায় তিনি নিজের দলনেত্রীর ভূমিকা নিয়ে সরব হন না কেন, ঘটনাস্থলে প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের তৎপরতা লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তাদের আবেদনে এই জায়গাতেই জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এখন ডিজি বা সিপির মতো শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ মিললে তাতে।আরও বড় বিপদ তৈরি হতে চলেছে রাজ্য সরকারের। ঘটনার যা গতিপ্রকৃতি, জল কিন্তু সেদিকেই গড়াচ্ছে।

শব্দছক ৪২

রবি দাস

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
	■		■	৫		৬	
৭	৮	■	■		■		■
■		■	৯	■	■	১০	১১
১২				■	১৩	■	
■	■	■	১৪			■	
১৫				■	১৬		

পাশাপাশি: ১. কাঁটা ৩. অভ্যাস নেই ৪. বিস্তার ৫. কাদা খোঁচানো পাখি ৭. টাটকা ১০. নোনতা স্বাদের ১২. গরমের হলকা ১৪. গুণতির মধ্যে পড়ে না ১৫. যার অপসারণ হয়েছে ১৬. খাড়া গাঁথনি

ওপর-নিচ: ১. পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ২. খল, ধাপ্পাবাজ ৩. কর্তৃত্ব, স্বামীত্ব ৬. খুঁচিয়ে দেখা কাজ ৮. জন্তুবৎ ৯. পরিশ্রম ১১. নাস্তানাবুদ ১৩. অন্য রকম

সমাধান ৪১ — পাশাপাশি: ১. পরিসীমা ৪. আরবি ৬. রাম ৭. তাপস ৯. বিদিশার নিশা ১১. বউমা ১৪. কবচ ১৬. উত্তমকুমার ১৯. করদ ২০. বধ ২১. নখর ২২. লম্বোদর

ওপর-নিচ : ১. পরাভব ২. রিম ৩. মাতাদি ৪. আসর ৫. বিপাশা ৮. পশার ৯. বিমা ১০. নিরব ১২. উদাত্ত ১৩. চিকুর ১৪. কর ১৫. চক্রধর ১৬. উজান ১৭. মকর ১৮. মাদল ২০. বদ

আজকের দিন

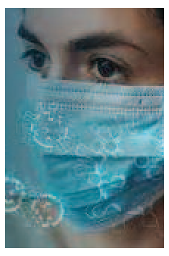

- **২০২১** — বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো অভিশংসিত হন।
- **২০২০** — থাইল্যান্ড চীনের বাইরে প্রথম COVID-19 কেস নিশ্চিত করে।
- **২০১৮** — মিথ্যা ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা হাওয়াইতে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।
- **২০১২** — ইতালির কাছে ক্রুজ জাহাজ কোস্টা কনকর্ডিয়া ডুবে যায়, ৩২ জন নিহত হয়।

জন্মদিন

১৯২৬ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শক্তি সামন্তের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট সন্তুরবাদক শিবকুমার শর্মার জন্মদিন।*

শক্তি সামন্ত

কমিশনকে তোপ, খলনায়ক এসআইআর
বাস্তব পরিস্থিতি ঠিক কী

অশোক সেনগুপ্ত

০২-এর তালিকায় নাম নেই। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) আত্মহত্যার চেষ্টা। মৃত্যু হল শনিবার।

উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলায় অলকা বিশ্বাসের ঘরে স্ট্রোক হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কোমায় চলে যান তিনি। শনিবার সকালে মৃত্যু হয়। চ্যানেলের সম্প্রচারে শুনছি, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জ্বালাময়ী বক্তৃতায় এসআইআর-এর ভয়াবহতার কথা বলছেন। বললেন, 'পঃবঃ-এ আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।'

রায়গঞ্জে শুনানী আতঙ্কে লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু। নন্দীগ্রামে এসআইআর-এ মৃত্যু।

শনিবার দুপুরে একটি সংবাদ চ্যানেলে চ্যানেলে একটার পর একটা খবর দেখছি। কোথায় কিভাবে কার, অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। যেন ধারাবিবরণী। রমজান আলি থেকে জনৈক মোল্লা; সব ক'টা মৃত্যুর নেপথ্যেই এসআইআর। জনপ্রতিনিধিদের কেউ অভিযোগ করছেন, 'তুঘলকি শাসন চলছে।' কেউ বা, 'এ সবই বাংলার মানুষকে হেনস্তা করতে দিল্লির চক্রান্ত।'

একপেশে অভিযোগ একটা সংবিধানস্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। খবরগুলোর একটাতেও সংশ্লিষ্ট শুনানী-কর্তার বক্তব্য নেই। সাংবাদিকদের প্রশ্নগুলোও ইংরেজিতে যাকে বলে 'লিডিং কোয়েশ্চেন'। যেমন, সমষ্টি উন্নয়ন অফিসে অপেক্ষমানকে প্রশ্ন; তআপনার শরীর কি সইবে এতটা পথ এভাবে আসারদ? উত্তর রীতিমত বিষবাষ্পে ভরা। ছোটপর্দায় গোগ্রাসে দেখছেন আমজনতার একাংশ।

'এসআইআর শুনানির অজুহাতে, কমিশন সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে, এমনকি নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামী এবং অভিনেতা দেবের মতো বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও একই ধরণের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছেন'। বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিডিয়ো-ভাষণ যুক্ত করে এক্সবার্তায় শেয়ার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে এক্সবার্তায় তৃণমূলের অভিযোগ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, মহিলাদের নাম বেশি সংখ্যক বাদ দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান না করেই 'লজিস্টিকাল অসঙ্গতি'-এর নামে নোটিশ জারি করা হচ্ছে। কমিশনের স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মাননীয়া চেয়ারপারসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৃঢ়ভাবে কথা বলেছেন।'

কেন প্রতিবাদ করছে না ইসি? এর উত্তর; রাজনৈতিক নেতারা প্রমাণের পরোয়া না করে যে, যা খুশি বলতে পারেন। অভিযোগকারী নেতা বা মৃতের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচারিত হচ্ছে খবর। ইসি-র বক্তব্য, 'আমরা সেটা পারি না। কেবল নামী ব্যক্তিত্ব নয়, যে কারও হেনস্থার বিষয়টিই দুঃখজনক। একাধিক আইন মেনে হচ্ছে এসআইআর।'

এসআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক এই প্রতিবেদককে বলেন, 'সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা যাঁদের নোটিশ দিচ্ছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তি রয়েছে। নোটিশপ্রাপ্তরা প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে দিলেই আধিকারিকরা ভোটদাতার নামের অনুমোদন দিচ্ছেন। এটাকে 'অগ্নিপরীক্ষা' বলে দাগিয়ে দিলে ভোটকর্মী এবং ইসি-র যাঁরা নিরলস কাজ করছেন, তাঁদের প্রতি অবমাননা করা হয়। সংবিধান-সম্মত এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে 'মহিলাদের নাম বেশি সংখ্যক বাদ দেওয়ার' যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার কোনও প্রমাণ আছে? 'স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডের' যে তকমা দেওয়া হয়েছে, তা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।'

এ ছাড়াও, কমিশন মনে করে যে সাধারণ মানুষের, প্রকৃত ভোটারের একটা ব্যথা আছে। বেশিরভাগ যন্ত্রণার কারণ হল ভোটার তালিকার কারসাজি। এর জন্য সাধারণ মানুষের অনেকে নির্বাচনী অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তারা একটি পরিষ্কার ভোটার তালিকা পেতে চায়।

নির্বাচনে তাদের পছন্দের প্রকৃত মূল্য বজায় রাখার জন্য তারা অনেকে ত্যাগ, বা কষ্ট করতেও রাজি।

এক ভোটকর্তা জানান, ভোটদাতাদের হেনস্তা করার অভিযোগটি ভিত্তিহীন। কয়েক দফায় ইসি বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অসুস্থ এবং ৮৫-ঊর্ধ মানুষদের কোথাও হাজিরা দিতে হবে না। প্রশাসনের প্রতিনিধি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তথ্য মিলিয়ে নিচ্ছেন। সংবাদমাধ্যমেও আমরা সে কথা জানিয়েছি। বিভিন্ন সূত্রে আমরা জানতে পারছি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভোটদাতাদের বলা হয়েছে, বা হচ্ছে না গেলে কমিশন নাম কেটে দেবে। ভুল বুঝিয়ে উত্তেজিত করা হচ্ছে ভোটারদের। যাঁরা এরকম ভুল বোঝাচ্ছেন' তাঁরা সংবিধানকে পরোক্ষভাবে কলুষিত করার চেষ্টা করছেন।

অমর একুশে থেকে সংখ্যালঘুদের সরকারি ছুটি বাতিলের গুজব আসলে মৌলবাদী আতঙ্ক

স্বপনকুমার মণ্ডল

শরীরের যেখানে ব্যথা,সেখানে আপনাতেই হাত চলে যায়। আর যেখানে আঘাত আসতে পারে সেখানে মন জেগে থাকে। কথায় আছে, 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।' ত্রাসের রাজত্বে ভয়ের মহামারী অত্যন্ত স্বাভাবিক । আর সেই ভয়ের আবর্তে আতঙ্কের বিস্তারে সব ধরনের বিপদ স্বাভাবিকতা লাভ করে । এজন্য যে দেশটি মাতৃভাষার আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি আদায় করে বিশ্ববাসীর ভাষায় মাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছে, সেই বাংলাদেশের মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক অমর একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের ঐতিহ্যবাহী গৌরবান্বিত সরকারি ছুটিই বাতিল হওয়ার বার্তা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষার আবহে বৃষ্টির কথা শুনতেই লোকে বন্যার কথা ভাবতে শুরু করে। গরিব ঘরে জেগে ওঠে আতঙ্কের কালো রাত, ভাঙা চাল,নড়বড়ে খুঁটি, ভিজে মেঝে। অনিকেত জীবনের আতঙ্কে দিশেহারা মানুষের কাছে দুঃসংবাদ যেন হাতছানি দিয়ে আসে। বিশ্বাসের বাতিঘর নিভে গেলে অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকারে অজানা আশঙ্কা, অচেনা বিপদও স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলাদেশের মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে একের পর এক অমানবিক ঘটনাপরম্পরায় যেভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, তাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের কোনও অবকাশ নেই। সে দেশের ২০২৬-এর ছুটির তালিকা থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধদের উৎসবের বরাদ্দ ছুটি থেকে সরস্বতী পুজো, জন্মাষ্টমী, মহালয়া ও বুদ্ধ পূর্ণিমা,এমনকি মে দিবস প্রভৃতির ছুটি বাতিল হওয়ার খবর দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিক থেকে অমর একুশে ছুটি বাতিল অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আসলে ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের মৌলবাদী মদতপুষ্ট গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের উৎখাতের পর অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রকট অস্তিত্ব সামনে চলে আসে । সেক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অপশাসন থেকে স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করার নামে যেভাবে ধর্মীয় মৌলবাদীরা সে দেশের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিল, তা অচিরেই ফাঁস হতে শুরু করে ।একটি অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে যেভাবে মৌলবাদীদের লক্ষ্য পূরণের অতি দ্রুত আয়োজন চলতে শুরু করে,তা যে অচিরেই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানের দোসর করে তুলবে,তা নিয়ে দেশবিদেশের বাঙালির মধ্যেই সুগভীর আশঙ্কা ও ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ঘটনাপরম্পরায় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নির্বিচারে নির্যাতন ও নিধনের পাশাপাশি দেশে মৌলবাদীদের ধর্মীয় একাধিপত্য বিস্তারে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার আয়োজনের পাশাপাশি যেভাবে অমর একুশের সরকারি ছুটি বাতিলের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে, তা অস্বাভাবিক হলেও অপ্রত্যাশিত মনে হয়নি। যেখানে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতায় মৌলবাদীদের আগ্রাসী প্রয়াস বর্তমান,সেখানে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার আয়োজনে তাদের সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধ করাই দস্তুর । সেদিক থেকে বাংলাদেশের সরকারি ছুটি থেকে অমর একুশে থেকে সংখ্যালঘুদের পূজাপার্বণের ছুটি বাতিল করে দেওয়ার সংবাদ আপনাতেই সাংঘাতিক বোধে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে ।অথচ ছুটি বাতিলের বিষয়টি বিভ্রান্তিজনিত গুজব। ২০২৬-এ সে দেশে সরকারি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে (শুক্রবার ও শনিবার) সেই দিনগুলো পড়ায় স্বাভাবিক ভাবেই তালিকা থেকে ছুটিগুলি বাদ পড়ে ।অথচ ছুটি বাতিলের খবরে বিভ্রান্তি থাকলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ার মূল থেকে কাণ্ড,শাখা প্রশাখা সবই সত্য ও তা প্রকট।

মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে একের পর নিষেধাজ্ঞার জেহাদি আয়োজনে বিপর্যস্ত জনজীবনে সুকুমার রায়ের 'একুশে আইনে'র কথা উঠে আসে ।তাঁর ননসেন্স ভার্স তথা আজগুবি ছড়ার সংকলন 'আবোলতাবোল'(১৯৩৩)'-এর একটি ছড়ায় কতকাল আগে মানুষের স্বাধীনতাহরণকারী 'একুশে আইন'-এর মতো আজব আইনের কথা লিখেছিলেন । সেই ছড়ায় আজগুবি কথাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রকট বাস্তবে পরিণত হবে, তা ভাবতেই বিস্ময় জাগা স্বাভাবিক । অমর একুশের দেশেই সেই একুশে আইনের অদ্ভুত পরিচয় দেখে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর কথাই ভুল প্রমাণিত হচ্ছে । প্লেটো তাঁর 'রিপ্লাবিক'-এ কবিদের নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন ।কারণ কবিরা বানিয়ে মিথ্যে কথা বলেন। অথচ সুকুমার রায় কত সত্যিই সেদিন এই বাংলাতেই অনুভব করেছিলেন এবং বাঙালিরই ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন,তা আজ মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট বাংলাদেশ সরকারের অরাজকতায় সংখ্যালঘু মানুষের করুণ পরিণতি লক্ষ করলেই সহজবোধ্য হয়ে ওঠে ।কবি সুকুমার রায়ের ভাষায়, 'শিবঠাকুরের আপন দেশে/ আইন কানুন সর্বনেশে'। কতটা সর্বনেশে তা টের পাওয়া যায় তার অব্যবহিত পরিসরেই। সর্বত্র বিধিনিষেধ আর কঠোর শাস্তি বিধান। পা পিছলে পড়ে গেলে একুশ টাকা জরিমানা, সন্ধ্যা ছটার আগে হাঁচি দিলে বা কার ও দাঁত নড়লে বা গোঁফ উঠলে অথবা কেউ কবিতা লিখলে,আবার কেউ এদিক ওদিক তাকালে, কিংবা,কেউ ঘুমের সময় নাক ডাকলে তার কঠোর শাস্তির সঙ্গে জরিমানাও জারি। এ হেন কালা কানুনের দেশটি যে কবির নিজের দেশে বর্তমান,তা আজ চোখের সামনেই প্রতীয়মান । মৌলবাদীদের ত্রাসের রাজত্বে বাংলাদেশে মানুষের স্বাধীনতাবিরোধী তালিবানি নিষেধাজ্ঞায় আতঙ্কিত পরিসরে সরকারের যে-কোনও জনবিরোধী সিদ্ধান্তই অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে না । বরং তাই স্বাভাবিক মনে হয়। সরকারি ছুটির তালিকা থেকে দেশের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী দিনগুলি বাতিল করার গুজব অতিদ্রুত সংবাদ মাধ্যমে চলে আসার মূলে যে মৌলবাদী আতঙ্কিত পরিসর, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আপাতভাবে বর্তমান বাংলাদেশে জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের জনপ্রিয় যোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ওসমান হাদির আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশজুড়ে তুমুল অস্থিরতার মধ্যে মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্যে আধিপত্য বিস্তারের আগ্রাসী আয়োজনে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলার প্রয়াস মনে হতে পারে ।আদতে তা নয়। আসলে ডাল কেটে মূল কাটার আয়োজনে মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্র ক্রমশ লক্ষ্যাভিমুখী এগিয়ে চলেছে ।এজন্য নির্বিচারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্বিচারে নির্যাতন ও নিধনযজ্ঞেই তা থেমে থাকেনি, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির অস্তিত্বকে নির্মূল করার লক্ষ্যও তীব্র সক্রিয়তা লাভ করে । সেখানে মৌলবাদী শাসন কায়েম করার স্বার্থে শুধু সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করার চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তাকে নিঃস্ব করে তোলা আরও বেশি জরুরি হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বাঙালির সংস্কৃতির সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার প্রকাশই মৌলবাদীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ছিল এবং তার জের বর্তমানেও বহাল তবিয়তে। এজন্য মৌলবাদীদের পথের কাঁটা উপড়ে ফেলার উদ্যোগ সংখ্যালঘুদের যে-কোনও অজুহাতে নির্যাতন ও নিধনের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার বাতিঘরের আলো নেভানোর আয়োজনও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ।এজন্য ওসমান গণিকে হত্যার প্রতিবাদের সুযোগে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্যাতন ও নিধনযজ্ঞ নেমে আসায় ভালুকার গেঞ্জি কারখানার শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাস, রাজবাড়ি জেলার একুশ বছরের যুবক অমৃত মণ্ডলের পর শরিয়তপুরের ব্যবসায়ী খোকনচন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি ছায়ানট, উদীচীর মতো বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গুলির উপরে মৌলবাদীদের ধ্বংসলীলাও লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে গানবাজনার উপরে ইসলামী বিধিনিষেধ আরোপের চেতাবনিও কার্যকরী হতে শুরু করে ।ফরিদপুর জেলা স্কুলের অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় রক শিল্পী জেমসের কনসার্ট ভণ্ডুল করে দেয় জেহাদিরা। সেদিক থেকে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করার পাশাপাশি সে দেশে মৌলবাদী শাসন কায়েম করার জন্য ক্রমশ ডালপালা ছেঁটে গাছের মূল উপড়ে ফেলার আয়োজনেই ২০২৬-এর সরকারি ছুটি বাতিল করার উদ্যোগে আকস্মিকতা নেই,আছে সে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার নিবিড় আয়োজন। সেক্ষেত্রে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে গড়ে তোলা ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশকে মৌলবাদী সংস্করণের আয়োজনে সরকারি ছুটির তালিকা কাটছাঁট করা অস্বাভাবিক মনে হলে অপ্রত্যাশিত মনে হয়নি। যে দেশের সরকার দেশের ইতিহাসকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধকেই স্বীকৃতি দেয়া না,তার কাছে মৌলবাদীদের কাছে থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের গৌরবকে উদযাপন করা আত্মঘাতী মনে হওয়াই স্বাভাবিক ।এজন্য অন্ধের কিবা দিন,কিবা রাতের মতো ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের গুজব আর বাস্তবের মধ্যে অবিশ্বাসের গৌরবের চেয়ে বিশ্বাসের গর্হিত চেতাবনি অধিক জরুরি । তাতে শুধু প্রতিরোধ গড়ে তোলার অবকাশ মিলবে না, জনমানসের অতিদ্রুত সচেতনতা সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষায় ধর্মীয় মৌলবাদীদের অতি সক্রিয়তাকেও প্রতিহত করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখনও যে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ অস্তিত্ব বর্তমান,তা অন্তর্বর্তী সরকারের ২০২৬-এর ছুটির তালিকাতেই প্রতীয়মান । সেক্ষেত্রে গুজবের সরবতাই বলে দেয় সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি এখনও সবুজ ও সতেজ ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ৪৮

বিহারের মানুষ বিহারি। কিন্তু যিনি বিহার করছেন তিনি বিহারী ('ব্যাবহারিক বাংলা বানান-অভিধান', পৃ ৪৫৪), যেমন বনবিহারী, রাসবিহারী। লিঙ্গান্তরে বিহারিণী। যেমন রবীঠাকুরের সেই বিখ্যাত গান;'মায়াবনবিহারিণী হরিণী/ গহনস্বপনসঞ্চারিণী'

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একই গ্রাম থেকে ১১০০ জনকে শুনানিতে ডাক

প্রতিবাদে তিন ঘণ্টা পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: এসআইআর-এর হেয়ারিং পর্বে একই গ্রাম থেকে একসঙ্গে ১১০০ জন মানুষকে নোটিস পাঠানোকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থানার অন্তর্গত গাঙ্গুলী ডাঙা এলাকা। ঘটনার প্রতিবাদে সকাল ১০টা নাগাদ কাটোয়া, বর্ধমান রাজ্য সড়ক অবরোধ করে গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। টানা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই পথ অবরোধে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজটের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত গাঙ্গুলী ডাঙা গ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২০০০। তার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ১১০০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে একসঙ্গে এসআইআর হেয়ারিংয়ে হাজিরার ডাক পাঠানো হয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং হয়রানিমূলক। অবরোধকারীদের আরও অভিযোগ, যাদের হেয়ারিংয়ের ডাক পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ভিন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক। হঠাৎ করে অল্প সময়ের নোটিসে কাজ ছেড়ে হেয়ারিংয়ে হাজির হওয়া তাঁদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। তাই হেয়ারিংয়ের জন্য আরও কিছুদিন সময় বাড়ানোর দাবি জানান গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাটোয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবরোধকারীদের বোঝানোর চেষ্টা চালানো হলেও গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যতক্ষণ না এসডিও অথবা বিডিও এসে তাঁদের আশ্বস্ত করছেন, ততক্ষণ অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না। তবে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, যাদের হেয়ারিংয়ের ডাক পাঠানো হয়েছে, তাঁদের বেশিরভাগেরই নামের বানানে ভুল রয়েছে অথবা ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণেই এই এসআইআর হেয়ারিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা গাঙ্গুলীডাঙা এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের আস্বাস দিলে অবরোধ উঠিয়ে নেন গ্রামবাসীরা।

ভোটমুখী বাংলায় সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সফর ঘিরে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: টাটা গিয়েছে, বামেরা হারিয়ে গিয়েছে, মমতা এসেছেন। এসেছে বিজেপি। আগের মতো রাইটার্স বিল্ডিং নয়, এখন গুরুত্ব বেশি নবান্নের। কিন্তু এত কিছু বদলের নেপথ্যে থাকা অনুর্বর জমির ভাগ্য আজও বদলায়নি। শরৎ এলে সেই জমিতে কাশ ফোটে, কিছুটা চাষবাস হয়। কিন্তু বেশির ভাগটাই পড়ে রয়েছে। আর সেই বাম আমলের মতোই আজও প্রশাসনের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সিঙ্গুরবাসী। রাজ্যজুড়ে 'বদলের জোয়ার' এলেও, তা তাঁদের জীবনে আসেনি বললেও ভুল হবে না।

টাটা-বিদায়ের ১৮ বছর পর, আগামী ১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে আসার সম্ভবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলায় রতন টাটার স্বপ্নের ন্যানো গাড়ির কারখানার 'অপমৃত্যু'র পর সেই স্বপ্নকে নতুন করে জিইয়ে তুলতে তিনি গিয়েছিলেন গুজরাট। সেখানেই তৈরি হয়েছিল বাংলায় না-হওয়া ন্যানোর গাড়ির কারখানা। তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ভোটমুখী বাংলায় নির্বাচনী সফরে আসছেন। আর তাঁর নজর আপাতত সেই সিঙ্গুরের মাটিই।

১০ বছর আগেই মামলা-মোকদ্দমা শেষ করে নিজেদের জমি ফিরে পেয়েছেন সিঙ্গুরের চাষিরা। সেই সময় রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৭০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য করে দেওয়ার। কিন্তু দশক কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি। এবার এই আবহেই প্রধানমন্ত্রীর সফর। এবার তার আগেই আচমকা আগাছা ভর্তি সিঙ্গুরের কৃষি জমিতে শুরু হয়েছে পরিষ্কারের কাজ। মোদীর সফরের আগে সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া মৌজা এলাকায় ১৫টিরও বেশি জেসিবি নামিয়ে চলছে বন পরিষ্কার।

অন্যদিকে ক্ষোভে ফুঁসছেন সিঙ্গুরের চাষিরা। জমি পেলেও, তা এখনও চাষযোগ্য করে দেওয়া হয়নি বলেই দাবি তাঁদের। এদিন সিঙ্গুরের এক কৃষক বলেন, 'জমিটিকে চাষযোগ্য করার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়েছি। প্রশাসনের কাছেও এই মর্মে একাধিকবার আবেদন জানান হয়েছিল। কিন্তু কেউ কথা কানে তোলেনি।' একই সুর সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুনর্ব্যবহার কমিটির সম্পাদক দুধকুমার ধাড়ারও। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে প্রশাসন ৭০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য করে দেওয়ার কথা বললেও, তা করেনি। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী সফরের আগেই দেখছি জমি পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানকার বিধায়ক মিথ্যাচার করেছিলেন, সেটা এখন ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই জমি পরিষ্কার করছে।'

অভিষেককে বিস্ফোরক আক্রমণ সৌমিত্র খাঁ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোমবার যুব দিবস উপলক্ষে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয় বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। সেই পদযাত্রায় বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন বিজেপির নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিধায়কগণের পাশাপাশি পা মেলান বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। পরে এই পদযাত্রা শেষে বিষ্ণুপুর শহরের চকবাজারে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেই পথসভায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। মাইক হাতে তিনি বলেন, 'কয়েকদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার শালতোড়ায় র‍্যাম্পে হেঁটে গেলেন, আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করবো বাঁকুড়ায় যদি আসেন, বৌদিকেও সঙ্গে নিয়ে র‍্যাম্পে হাঁটবেন,তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এয়ারপোর্ট থেকে সোনা চুরি হয়েছিল।'

প্রসঙ্গত, শালতোড়ায় পাথর শিল্প চালু দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ওই বিধানসভা এলাকার মানুষের। কারণ কয়েক হাজার শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালতোড়ার সভা থেকে আশ্বাস দেন সরকারি বিধি মেনে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে এই শিল্পকে ফের চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর তাতেই খুশির হাওয়া বইছে এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে। সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের এই মন্তব্য কে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠছে না সৌমিত্র বাবু, তাই ব্যক্তি আক্রমণ করছেন, ওনারও অনেক কিছু ব্যাপার রয়েছে, সেগুলো নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কখনও মন্তব্য করে না, সংযত হন।' আর কয়েকমাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। আর এই বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শাসক-বিরোধী যুযুধান দুই পক্ষই একে অপরকে রাজনৈতিক বাক্যবাণে বিদ্ধ করে চলেছে। এখন দেখার বিষয় এটাই কোন পথে অগ্রসর হয় এই জেলার রাজনীতি।

বাবাকে বাঁচাতে মৃত্যু ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: বাবাকে ইলেকট্রিক শক থেকে বাঁচাতে গিয়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল ছেলের। ঘটনায় গুরুতর জখম বাবা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সোমবার সকালে তরতাজা যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুরে। মৃত ওই যুবকের নাম আব্দুল কাদির (২২)। গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আব্দুল কাদিরের বাবা তদবির শেখ। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে

জানিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির ছাদে জল ট্যাঙ্কির কাজ করছিলেন তদবির শেখ নামে ওই ব্যক্তি। বাড়র ছাদের উপর দিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের তার গিয়েছে। অসর্তকতায় লোহার পাইপ ১১হাজার তারে ঠেকে যায়। মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করতে ছুটে যান ছেলে আবদুল। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের লোকজন এরপর দুজনকে বাঁশ দিয়ে ছাড়ান। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক আব্দুল কাদিরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত হয়ে আপাতত চিকিৎসাধীন বাবা তদবির শেখ। ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নামে কটূক্তি, প্রতিবাদে সরব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সম্মেলন ছিল। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কটূক্তি করার ঘটনায় সভাস্থলেই প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডুয়া থানার কোচমালি সমবায় কোল্ড স্টোরে। সেখানেই মঞ্চ থেকে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, মেদিনীপুরের বাসিন্দা বরুণ পণ্ডিত মুখ্যমন্ত্রীকে কটূক্তি করেন। সেই সঙ্গে কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকেও কাঠগড়ায় তুলে সমালোচনা করেন। দলের শীর্ষ নেত্রীর নামে কটু কথা শুনে, তৃণমূলের প্রতিনিধিরা প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভা বয়কট করেন। এ বিষয়ে পাণ্ডুয়ার জেলা পরিষদের সদস্য তথা গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, 'সম্মেলনে ঢুকতে গিয়েই শুনতে পাই, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে না ঢুকে, বাইরে দাঁড়িয়ে যাই। আমাদের যাঁরা ভিতরে ছিলেন, তাঁদের ডাকি। গোঘাটের প্রচুর আলু ব্যবসায়ী এসেছিলেন। সবাইকে বলি, আপনারা এটা শুনছেন কী করে? এই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন যিনি, সেই বরুণ পণ্ডিতকে ওই মঞ্চে ক্ষমা চাইতে হবে, নয়তো আমরা কেউ ভিতরে যাব না। অবস্থা বুঝে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বেরিয়ে আসেন। তাঁকে চেপে ধরায়, তিনি মঞ্চে গিয়ে বরুণ পণ্ডিতের হয়ে ক্ষমা চান।'

মঞ্চে শীর্ষ কর্তাদের ঠাসা ভিড় অথচ দর্শক আসনের চেয়ার ফাঁকা

পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের চেহারায় প্রশ্ন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঞ্চে ঠাসা ভিড়, রয়েছেন জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব-সহ বহু পদাধিকারী। কিন্তু মঞ্চের সামনে এ কী অবস্থা! পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের চেহারা দেখে প্রশ্ন উঠেছে দলের অভ্যন্তরেই।

আর কয়েকমাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। সব পক্ষই মোটামুটি মাঠে নেমে পড়েছে। কিন্তু খোদ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে সভাস্থলের চেহারা প্রকাশ্যে আসতেই দলের অভ্যন্তরেই শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বর্ধমান পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোদা মাঠে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের ডাকে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে ঠাসা ভিড়। জেলা তৃণমূলের সভাপতি-সহ মন্ত্রী, বিধায়ক, জেলা

পরিষদের মেন্টর, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি, এসবিএসটিসি চেয়ারম্যান-সহ বহু পদাধিকারী। বক্তব্য রাখেন একের পর এক নেতা। অথচ মঞ্চের সামনে বহু চেয়ার ফাঁকাই থাকে। কারণ, লোক নেই। তৃণমূলের ডাকা সভায় এই ধরনের চেহারা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই নানা প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। হুমায়ুন কবীর এফেক্ট? নাকি বিজেপির দিকে? বামেদের দিকে ঘুরছেন কি সংখ্যালঘুরা? উঠতে শুরু করে নানান প্রশ্ন । সংবাদমাধ্যমের সামনে জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাকির হোসেন অবশ্য হুমায়ুন কবীর এফেক্ট মানতে চাননি। বিজেপির প্রভাবও মানতে চাননি তিনি। তাঁর দাবি, 'সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের সাথেই রয়েছে।' তবে সভাস্থলের চেহারা নিয়ে ভোটের কয়েকমাস আগে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার শাসক শিবিরের সামনে।

কুলটিতে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র গুলি চলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কুলটির বরাকরে উত্তেজনা, গুলি ও পাথরবৃষ্টি বরাকর এলাকায় ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে শিশুদের মধ্যে হওয়া সামান্য বিবাদ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গত রবিবার বরাকর পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি মাঠে স্থানীয় যুবকরা ক্রিকেট খেলছিল। সেই সময় সামান্য কোনও বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। গন্ডগোলের খবর পেয়ে পুলিশ হস্তক্ষেইপ করে এবং বিষয়টি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। সোমবার সকালে পরিস্থিতি আচমকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। অভিযোগ উঠেছে, সোমবার সকালে দুই পক্ষ ফের মুখোমুখি হলে গোলাগুলি চলে। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক হাতাহাতি ও পাথরবৃষ্টি। গন্ডগোল থামাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চালু হচ্ছে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চালু হতে চলেছে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে যুক্ত হতে চলেছে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে এই প্রথম দুর্গাপুরে চালু হচ্ছে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট। রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে এই ইউনিট গড়ে তোলা হচ্ছে। এই

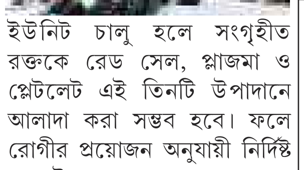

ইউনিট চালু হলে সংগৃহীত রক্তকে রেড সেল, প্লাজমা ও প্লেটলেট এই তিনটি উপাদানে আলাদা করা সম্ভব হবে। ফলে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট রক্ত উপাদান ব্যবহার করা যাবে। এর মাধ্যমে এক ব্যাগ রক্ত থেকেই একাধিক রোগীর চিকিৎসা সম্ভব হবে এবং রক্তের অপচয় অনেকাংশে কমবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই নতুন পরিষেবা চালু হলে দুর্গাপুর-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ আরও উন্নত, আধুনিক ও দ্রুত রক্ত পরিষেবা পাবেন।

টুসু পরবে মাতবে পুরুলিয়া, বাজারগুলিতে চৌঢোল কেনায় ভিড়

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

'আসছে মকর দু'দিন সবুর কর, তোরা বাঁকা পিঠার জোগাড় কর, আসছে মকর------'

রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তি। তার আগে আজ বাওরির দিন। আর সেই পরব উপলক্ষে রাঢ় বাংলা পুরুলিয়া জেলা জুড়ে পালিত হবে টুসু পরব। পুরুলিয়া শহরের বাজার এলাকাগুলি এদিন ছেয়ে গেছে রঙবেরঙের চৌঢোলে। সোমবার চলল কেনাবেচা। পরবের জন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা চৌঢোল কিনতে ভিড় জমিয়েছিল এদিন শহরের বাজারগুলিতে। দাম ৫০ টাকা থেকে শুরু। সবচেয়ে বেশি ২০০০ টাকা দামের। চৌঢোল মিলছে বাজারে। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, বিক্রি গত বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে। প্রথা মাফিক মকর পরবের আগের দিন অর্থাৎ বাওরির দিন চৌঢোল কিনে বাড়িতে স্থাপন করা হয়। সারারাত জেগে টুসু গান গাইবেন বাড়ির মহিলারা। সেই চৌঢলের সামনে বসে মকর সংক্রান্তির সকালে চৌঢোলে টুসুকে চাপিয়ে গান গাইতে গাইতে কংসাবতী নদী-সহ শহরের বিভিন্ন জলাশয়ে দেওয়া হবে বিসর্জন। এক চৌঢোল শিল্পী জগন্নাথ বাউরি জানান, 'সকাল থেকে বিক্রি ভালোই হচ্ছে।' আরও এক চৌঢোল শিল্পী সন্তোষি যোগী জানান, 'প্রায় ১৫-২০ দিন আগে থেকে চৌঢোল তৈরি করা হয় বাড়িতে। বাঁশ, কাঠ, রঙিন কাগজ, আঠা, ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় চৌঢোলকে। এই সময় চৌঢোল বিক্রি করে হাতে একটু পয়সা দেখতে পাই। তবে বিগত বছরের তুলনায় বিক্রিটা একটু কমেছে।'

পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের কোটলুই গ্রামের বাসিন্দা ভাগ্য প্রামাণিক জানান, 'মকর সংক্রান্তির আগের রাতে টুসুর গান গেয়ে সারারাত গ্রাম বাংলার মেয়েরা জেগে থাকেন। এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব। চলে খাওয়া দাওয়া। আর মকর সংক্রান্তির দিন সকালে দলে দলে টুসুকে চৌঢোলে চাপিয়ে গান গাইতে গাইতে কংসবতী নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেইদিন নতুন জামাকাপড় পরার রেওয়াজ রয়েছে। উৎসবে মেতে ওঠে গ্রাম বাংলার মানুষজন। সারা রাজ্যের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলাতেও মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন সমস্ত শ্রেণীর মানুষ।'

অবশ্য পুরুলিয়াবাসীর কাছে এই মকর সংক্রান্তির পোশাকি নাম হল 'মকর পরব'। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চলে

এই উৎসব। আর পুরুলিয়া জেলায় এই মকর পরবের প্রধান অঙ্গ হল 'টুসু পরব'। টুসু ছাড়া মকরের মেলা জমে না। টুসু মায়ের নিমিত্তে বাঁশ, পাটের কাঠি রঙিন কাগজ আর কৃত্রিম মালা দিয়ে তৈরি কাঠামোকে পুরুলিয়ার ভাষায় বলা হয় 'চৌডল'। সেই চৌডল তৈরি করে থাকে জেলার গ্রামগঞ্জের অনেক ছোট ছোট শিল্পী। কোন কোন পরিবার আবার চৌডল তৈরিকে তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত জাতিগত পেশা রূপে প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। তেমনই কিছু পরিবার বসবাস করেন জেলার আড়শা ব্লকের বেলডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনডিহা গ্রামে। এদের পদবী হল 'যোগী'। এই গ্রামে পঁচিশটি যোগী পরিবারের বসবাস। তাদের মধ্যে চৌডল শিল্পী দিলীপ যোগী ও সিদাম যোগী জানালেন, নানা দেবদেবীর কৃত্রিম অলংকার ডাক সাজপোশাক ইত্যাদি বানানোর পাশাপাশি প্রতিবছর এই সময় তারা চৌডল তৈরীর কাজে বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। কেননা দেবদেবীর সাজ-পোশাক তো অনেক জায়গাতেই তৈরি হয় কিন্তু মকর পরবে টুসুর জন্য চৌডল নিয়ে মেলা একমাত্র পুরুলিয়া জেলাতেই হয়ে থাকে। তাই কাজের বরাতও পান ভালোই। এ বছর দেখা যাক শেষ অবধি কি হয়। বিশেষ করে গত দুবছর থেকে আশেপাশের দশটি গ্রামের লোকজনের উদ্যোগে আড়শা এলাকায় একটি বড়সড় পৌষ মেলা শুরু হয়েছে। সেই মেলার প্রধান আকর্ষণ হলো চৌডল প্রতিযোগিতা। কে কত ভালো চৌডল প্রদর্শন করতে পারে তা নিয়ে মকর সংক্রান্তির দিন চলে ক্ষমতা জাহিরের লড়াই। তারজন্য অবশ্য মোটা অংকের পুরস্কারও থাকে। আর সেই জন্যই এখন চৌডল নির্মাণের বরাত অনেক বেড়েছে বলে জানান দিলীপবাবু সিদামবাবুরা। তারা বলেন এখন আধুনিকতায় মেতে গিয়ে তরুণী প্রজন্মের বরাত মত সুদৃশ্য চৌডল বানাতে গিয়ে তাদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। ৫ ফুট থেকে শুরু করে ১০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতার চৌডল তৈরীর বরাত পেয়েছেন তারা। বরাত বাদেও আরো বহু চৌডল তারা তৈরি করে থাকেন। সেই চৌডল কেউ কেউ শিল্পীদের বাড়িতে এসে কিনে নিয়ে যান। আবার শিল্পীদের ঘরের লোকজন পসরা সাজিয়ে আশেপাশের আড়শা সেনাবনা বড়টাড় রাঙামাটি প্রভৃতি গ্রামীণ হাট চৌডল বিক্রি করতে নিয়ে যায়।

এদিকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানভূমের লোকসংস্কৃতি পুরুলিয়ার টুসু গানেও পরিবর্তন। এই গানের মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ও পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পীদের মধ্যে। কারণ গান তৈরি করা থেকে সঠিক অর্থ, সুর, তাল, ছন্দ সমস্ত কিছুই ঠিকমত তৈরি করতে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। যা দেখতে পাওয়া গেছে এই শিল্পীদের মধ্যে। এবার সেই টুসুগান পরিবর্তন করে তারা গাইছে এইভাবে— 'গোরু বাঘাল করে করে, ভাল লাগছে নাই আমার, হাতের যত পয়সা ছিল, ফুরাল খাইয়ে বাহার, দে ন'ছটকি ২০০ টাকা ধার, ও তুই পায়েছিস লক্ষ্মীর ভান্ডার, দে ন'ছটকি ২০০ টাকা ধার।'

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN : L74300WB1983PLC036342
টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২
ইমেল : smifcap@gmail.com, ncml@nexomegroup.com ওয়েবসাইট : www.nexomecap.com

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার্স রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ২৯ তৎসহ পঠিত ৪৭ সংস্থান অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিনমাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং অন্যান্য বিষয় সভার সভাপতির সম্মতি সাপেক্ষে অনুমোদনের জন্য কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩ টায় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে উক্ত নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nexomecap.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com যেখানে কেম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত, পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড এর পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
স্বা/-
(সঞ্জনা গুপ্তা)
কোম্পানি সেক্রেটারি তথা প্রয়োগ আধিকারিক
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০১.২০২৬

নিলামের বিজ্ঞপ্তি
Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: www.achiieversfinance.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিতি শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 29/01/2026 তারিখে সকাল 11.45টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7336, 7579, 7586, 7587, 7588, 7597, 7629, 7645. কাকদ্বীপ ঃ 25900, 26012, 26132, 26147, 26178, 26200, 26207, 26241, 26277, 26278, 26279, 26285, 26324, 26376, 26381, 26436, 26472, 26476, 26501, 26506, 26511, 26516, 26566, 26567. বারুইপুর ঃ 4996, 5037, 5092, 5142, 5158, 5171, 5204, 5207, 5256. ক্যানিং ঃ : 9698, 10034, 10232, 10235, 10248, 10259, 10288, 10289, 10528, 10706, 10845, 10863, 10964, 11146, 11150, 11154, 11162, 11174, 11212, 11648, 11655, 11667, 11672. ফুলিয়া ঃ 10362, 10363, 10375, 12247, 13004, 13005, 13011, 13014, 13311, 13322, 13330, 13512, 13884, 13889, 13893, 13894, 14349, 14350, 14351, 14352, 14355, 14364, 14365, 14367, 14368, 14369, 14371, 14374, 14377, 14378, 14381. ডায়মন্ডহারবার ঃ 5933, 5947, 5991, 6090, 6126, 6127, 6128, 6138, 6160, 6161, 6169, 6174, 6183, 6191, 9195, 6206, 6211, 6243, 6254, 6270. বারাসাত ঃ 1002, 1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1019, 1020, 1023, 1026, 1027, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1039, 1040, 1041, 1043. দমদম ঃ 550, 567, 571, 572, 578, 583, 586, 593, 597, 601, 603, 604, 609, 611, 612, 614, 615, 625, 629, 632, 634, 647, 652, 653, 654, 656, 659, 660, 661, 662, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 679, 681, 684, 685, 687, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 706, 707, 708, 709, 713, 714, 715, 716. সোদপুর ঃ 442, 444. চন্দননগর ঃ 278, 293. নয়াপল্লী (ভুবনেশ্বর) ঃ 1312. লক্ষ্মীসাগর (ভুবনেশ্বর) ঃ 480. কান্তচৌরাহ (জয়পুর) ঃ 612, 640, 656. VKIA (জয়পুর) ঃ 278. চন্দনগর (Hyderabad) ঃ 5.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 05/02/2026 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : 13/01/2026
Achiievers Finance India Lmtd
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০১.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মনোজ সরকার** পিতা মন্টু সরকার, **পিঙ্কি কুমীর (প্রয়াত পুতুল সরকারের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা মন্টু সরকার **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, দোতলা, হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট দোতলায়, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ডব্লুসি, এক বারান্দা, হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, অবস্থিত মৌজুর, জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা- মেডান মোল্লা, আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০ এবং ১২৩৬, আরএস দাগ নং ৫২৪, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ফ্ল্যাট এ। পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের স্থান। উত্তরে : ফ্ল্যাট ডি। দক্ষিণে : সকলের ব্যবহারের স্থান। **সম্পত্তি পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকার এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৭২৮০--২০১৮ সালের** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা এর অফিস। **সম্পত্তি ব্যাঙ্ক এর স্বত্ব দখলীকৃত**	২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার দুশো উনিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৪ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৬,১৯,০০০.০০ টাকা ২,৬১,৯০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগ ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.০১.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৩.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

মালদায় ঘুরে-ফিরে সেই গনি খান পর্ব?

নির্বাচনী মুখ হিসাবে নামতে চলেছেন মৌসম নূর এবং সৈয়দা সালেহা নূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দোরগোড়ায় ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগেই ঠিক যেন সেই ঘুরে ফিরে গনি খান পর্ব। প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর দুই ভাগ্নি মৌসম নূর এবং লিজু ওরফে সৈয়দা সালেহা নূর জেলা কংগ্রেসের মুখ হিসাবেই নির্বাচনী লড়াই নামতে চলেছেন বলে দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। মৌসমের দিদি লিজু যদিও কানাডার নাগরিক। তাই ইতিমধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার তৎপরতা শুরু হয়েছে কোতুয়ালি ভবনে। লিজুর স্বামী ঈশা খান চৌধুরী তিনি জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ। যদিও এক দশকেরও বেশি সময় ধরেই লিজু কোতুয়ালির ভবনে থেকে দাম্পত্য জীবন বহন করে চলেছে। ইতিমধ্যে তৃণমূল ছেড়ে মৌসম নূর কংগ্রেসের যোগদান করেছেন। আর মৌসমকে দেখেই যেন এবারে তাঁর দিদি সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামতে চলেছেন। গনিখানের থেকে শুরু করে তাঁর বাড়ির একাধিক সদস্য রাজনীতির শুরুতেই প্রথম বিধায়ক হয়েছেন দক্ষিণ মালদার সুজাপুর

বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। ফলে গনিখানের এই দুর্গ সুজাপুরে লিজুকে যেন আবারও নতুন কংগ্রেসের মুখ হিসাবে প্রার্থী করাতে তৎপর হয়েছে বলেও একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। যদিও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে গনিখানের কোতুয়ালি ভবন থেকে সুজাপুরে কোনও প্রার্থী না হওয়ায় তৃণমূল জয়ী হয়েছিল। কিন্তু সেই ভুল আর এবারে কংগ্রেসের কোতুয়ালি ভবন করতে চাইছে না। পাশাপাশি উত্তর মালদার যে কোনও একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও এবারে প্রার্থী হতে পারে সদ্য দলে যোগ দেওয়া মৌসম নূর বলে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে এবারের বিধানসভার নির্বাচন মালদার গনি দুর্গ যেন আবারও ঘুরে ফিরে ফ্যাক্টর হতে চলেছে।

গনিখানের কোতুয়ালি ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত দিনে মৌসুমের দিদি লিজু কানাডায় মানুষ। ফলে একটা সমস্যা রয়েছে নাগরিকত্ব নিয়ে। তবে তড়িঘড়ি করে তাঁর নাগরিকত্ব বিষয়ক ফাইলপত্র তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলে দাবি জেলা কংগ্রেস শিবিরের। প্রয়াত বরকত গনিখান চৌধুরির কোতোয়ালির বাড়ি থেকে পরিবারের সদস্যরা একের পর এক রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন। গনির জীবদ্দশায় প্রথম তিনি সত্তর দশকে এই সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে। এরপর গনিখানের বোন রুবি নুর সুজাপুর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। রুবির প্রয়াণের পর মেয়ে মৌসম, তারপর গনির সুইজারল্যান্ড ফেরত দাদা আবু নাসের খান ওরফে লেবু, ডালু পুত্র ইশা খান, আরও এক ভাগ্নি শেহনাজ কাদরি, প্রত্যেকেই রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন। এবার গনির বিদেশ ফেরত ভাগ্নি লিজুও রাজনীতির অঙ্গনে নেমে পড়তে চলেছেন বলে কোতুয়ালির অন্দর মহলের খবর। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ ইশাখান চৌধুরি বলেন, 'লিজুর নাগরিকত্বের আবেদন সংক্রান্ত ফাইলপত্র তৈরির কাজ সেরে ফেলা হয়েছে। এখন লিজুর সিদ্ধান্তের উপর বিষয়টি নির্ভর করছে। লিজু চাইলেই রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেন। এতে আমার কোনও আপত্তি নেই।' লিজু ওরফে সৈয়দা সালেহা নুর অবশ্য জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করব না সময় আসলে আপনারা সবকিছু দেখতে পাবেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'কে কোথায় প্রার্থী হবে এবং কোন দল করবে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওরা সুবিধাবাদী এবং ক্ষমতালোভী সেটা মানুষ জেনে গিয়েছে। কাজেই যে যেখানেই প্রার্থী হোক না কেন মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র এবারে তৃণমূলের দখলে থাকবে।'

'বাঙালি' হওয়ার অপরাধে সেকেন্দ্রাবাদে চরম লাঞ্ছিত!

সর্বস্ব ফেলে বালুরঘাটে ফিরলেন লোহার দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে কেবল মাতৃ ভাষার কারণে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের এক দম্পতি। বালুরঘাট ব্লকের চাকভৃগু গ্রামের বাসিন্দা ভারতী লোহার ও সনাতন লোহারের অভিযোগ, 'সেকেন্দ্রাবাদে কাজ করতে গিয়ে শুধু বাংলা বলার অপরাধে তাঁদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে। এমনকি তাঁদের অসুস্থ শিশুকেও চিকিৎসা না দিয়ে 'মরতে দাও' বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' জানা গিয়েছে, জীবিকার খোঁজে কয়েক মাস আগে সেকেন্দ্রাবাদে গিয়েছিলেন এই দম্পতি। সেখানে গৃহস্থালি ও নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন তাঁরা। দম্পতির দাবি, 'এর আগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করলেও এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। সেকেন্দ্রাবাদে তাঁদের নিয়োগকর্তারা বাংলা কথা শুনলেই গালিগালাজ শুরু করত। অভিযোগ, অসুস্থ থাকলেও রেহাই মিলত না, এক দিন কাজে না গেলেই বন্ধ করে দেওয়া হতো খাবার।' ভারতী দেবী অভিযোগ করেন, শুধু পরিশ্রম করিয়ে নেওয়াই নয়, মহিলাদের প্রতিও অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করা হতো। কয়েকমাস কাজ করলেও

মেলেনি ন্যায্য মজুরি। পরিস্থিতি যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন এক বস্ত্রে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসেন তাঁরা। পকেটে ট্রেনের টিকিট কাটার টাকা পর্যন্ত ছিল না। দুই দিন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় টিটিই-র হাতে-পায়ে ধরে ঘরে ফেরেন এই দম্পতি। বাড়ি ফিরে দেখেন আরও এক বিপদ। তাঁদের অনুপস্থিতিতে টিনের চালের বাড়িটির একাংশ লুঠ হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রতিবেশীদের সাহায্যেই কোনোমতে দিন কাটছে তাঁদের।

ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা। তিনি পরিবারের হাতে রেশন, ত্রিপল ও বস্ত্র তুলে দিয়ে জানান, 'একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে দেশের মধ্যে মাতৃভাষায় কথা বলা যাবে না, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।' অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় বিধায়ক বুধরাই টুডু ঘটনার সত্যতা যাচাই করার কথা বললেও বিষয়টিকে রাজ্য সরকারের 'রাজনৈতিক কৌশল' বলে কটাক্ষ করেছেন। তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মিঠুন মজুমদার ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা স্পষ্টভাবে পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে সরব হয়েছেন। অন্যদিকে, বিমর্ষ মুখে সনাতন লোহার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'আর কখনও বাইরে কাজে যাব না। সাদা ভাত খেয়ে বাড়িতেই থাকব, তবু এমন লাঞ্ছনা সহ্য করতে ভিনরাজ্যে যাব না।'

'মার খাবেন না, পালটা মার দেবেন', কর্মীদের বার্তা বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: 'আজ থেকে মার খাবেন না পালটা মার দেবেন'। দলীয় পথসভা থেকে কর্মীদের বার্তা বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের অসামাজিক লোক বলে পালটা কটাক্ষ তৃণমূলের। গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়ায় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পথসভার আয়োজন করে ছিল বিজেপি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফের একবার তৃণমূল ও পুলিশকে হুঁশিয়ারী দেন স্বপন মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, 'মিথ্যাচার করে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে সিএএ থেকে বঞ্চিত করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস

লোকজন যেখানে সিএএ নিয়ে কথা বলবে, সেখানেই জুতো দিয়ে পেটাবেন। একজনকেও ছাড়বেন না। এই ২০২৬ সালেই তৃণমূলের পতন হবে। যদি না হয় আমি বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা ছেড়ে দেব। কোন দিন আসব না। আর আমরা ক্ষমতায় আসার পর একটাকেও ছাড়ব না।' দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যদি কোনও তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত তোলে, হাতটা উপরে নিয়ে আমার কাছে যাবেন। যা কিছু হবে আমি দেখবো। আজ থেকে কেউ মার খাবেন না, মার দেবেন। অন্যায় করবে না, অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দেবেন না।' এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'স্বপন মজুমদার একজন অসামাজিক লোক। রাজনৈতিক শিক্ষা দীক্ষা নেই। তাই এই ধরনের আচরণ করছেন। পাগলা কুকুর হয়ে গেছে যেখানে সেখানে ঘেউ ঘেউ করছে।'

রীতি মেনে যুব দিবস পালন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলির কামারপুকুর মঠ ও মিশনের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে 'জাতীয় যুব দিবস' উদযাপন হল। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে সোমবার যুব দিবস উদ্ যাপন করল কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। এদিন সকালে কামারপুকুর মিশন স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে কামারপুকুর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে অংশ নেয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের সঙ্গে পা মেলান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা এবং বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষজন। শোভাযাত্রা জুড়ে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, দেশপ্রেম ও যুবশক্তির বার্তা। শোভাযাত্রার পাশাপাশি দিনভর আলোচনা সভা ও প্রার্থনার আয়োজনও করা হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ, প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদার, পড়ুয়ারা-সহ বিশিষ্টজনেরা। এ প্রসঙ্গে মঠ ও মিশনের মহারাজ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী জানান, 'আমরা কামারপুকুর মঠ ও মিশনের তরফে ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস পালন করে থাকি প্রতি বছর। সকাল থেকেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে মঙ্গলারতি দিয়ে। তারপর বেদ, গীতাপাঠ অন্যান্য স্তোত্র পাঠ করা হয়।'

ভিন রাজ্যে মৃত্যু চাঁচলের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার চাঁচলের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রায় পাঁচ দিন আগে ঘটে যাওয়া মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের দেহ শুক্রবার রাতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে পরিবারের লোকেরা। শনিবার তাদের দাহকার্যের পর প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন মৃত দুই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। রবিবার বিষয়টি জানতে পেরে মৃত দুই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের ব্যবসায়ী তথা এক সমাজসেবক মতিবুর রহমান। ইতিমধ্যে তিনি অসহায় ওই দুই মৃত শ্রমিকের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। প্রশাসনের কাছ থেকে চটজলদি সহযোগিতা না মিললেও ওই ব্যবসায়ীর সাহায্য মেলায় মৃতের পাড়া-প্রতিবেশীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দুই মাস আগে চাঁচল থানার মালতিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপাসিয়া গ্রামের দিনমজুর রমেশ নুনিয়া (২৫) কাজ করতে গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের পুণেতে। গত মঙ্গলবার ওই এলাকায় একটি রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তাঁর। শনিবার রাতে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ চাঁচলের বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে একইভাবে প্রায় দেড় মাস আগে কেরলে কাজ করতে গিয়ে অচেনা গাড়ির ধাক্কায় জখম এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে চাঁচল ২ ব্লকের মালতিপুর এলাকার দিনমজুর রঞ্জন দাস (৫০)। গত মঙ্গলবারের মৃত্যুর পর এদিন রাতে মৃতদেহ বাড়িতে ফিরে আনানোর ব্যবস্থা করে পরিবারের লোকেরা। রঞ্জনের মেয়ে মাম্পি দাস এবং রমেশের মা বাসমতিয়া নুনিয়া বলেন, 'সংসারে অভাব ছিল বলেই তাঁরা ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন। দিনমজুরি করে যতটুকু উপার্জন হত ১৫ দিন অন্তর টাকা পাঠাতো। পরিবারে অনেক সদস্য আছে যারা নাবালক। বৃদ্ধ বাবা-মার কাজ করার সামর্থ্য নেই। এই অবস্থায় সংসার কিভাবে চলবে? তাই প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।' বিষয়টি শোনার পর মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'ঘটনাটি দুঃখজনক। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে মালদায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করে পরিযায়ী শ্রমিকদের নতুন কর্মসংস্থান ও নানান সরকারি সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং মৃতের পরিবারদের অবশ্যই সরকারিভাবে সহযোগিতা করা হবে, বিধায়ক তহবিল থেকেও যতটা পারব সাহায্য করব।'

এসআইআরের আতঙ্কে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: আবারও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু বৃদ্ধার। মৃত ৭৫ বছরের বৃদ্ধা অনিতা বিশ্বাস। বাদুড়িয়া পুরএলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। অভিযোগ, এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেওয়ার পর অনিতা বিশ্বাসের হিয়ারিংয়ে ডাক আসে। গত ৫ জানুয়ারি তিনি হেয়ারিং যান এবং কাগজপত্র দেখানোর পর

সঠিক দিশা না পেয়ে অনিতা বিশ্বাস চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ৭ জানুয়ারি তিনি ব্রেন স্ট্রোক আক্রান্ত হয়। পরিবারের লোক তড়িঘড়ি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন। এবং রবিবার গভীর রাতে তাঁর হাসপাতালেই মৃত্যু হয়।

অভিযোগ, পরিবারের বাকি সদস্যদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও, অনিতা বিশ্বাসের নাম ছিল না। কোনও অজ্ঞাত কারণে ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে স্বামী বিরাজ বিশ্বাস ও ছেলেদের নাম আসলেও অনিতা বিশ্বাস-এর নাম আসেনি। কিন্তু তার আগে ১৯৯৫ সালের ভোটার লিস্টে তাঁর নাম ছিল। কোনও কারণে ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট থেকে তাঁর নাম বাদ যায়। কিন্তু তারপরে আবার তাঁর নাম ভোটার লিস্টে ওঠে। এবার এসআইআর চালু হলে তিনি তাঁর নথিপত্র-সহ সবকিছুই জমা দেন। কিন্তু তারপরও তার হেয়ারিং-এ ডাক আসে। ৫ জানুয়ারি হিয়ারিং এ গিয়ে নথিপত্র সবকিছু জমা দেওয়ার পরেও আধিকারিকদের কাছ থেকে আশ্বাসবানি না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃতের পরিবারের পাশে তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরাহনুল মুকাদ্দিম, তৃণমূল নেতা শাহনাওয়াজ সরদার, সুভাষ সাহা, বাদুড়িয়া চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বনি ভট্টাচার্য-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের পাশে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া এই পুরো বিষয়টা রাজ্য নেতৃত্বকেও জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

বর্ধমানে রান ফর ইউথ ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শিশির সাথী ফাউন্ডেশন আয়োজিত এবং তৃণমূল কংগ্রেস জেলার যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদারের উদ্যোগে এই বছর প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'রান ফর ইয়ুথ' ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। গোটা বিশ্বে এই দিনটি নানান অনুষ্ঠান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। রাসবিহারী হালদারের উদ্যোগে আয়োজিত এই ম্যারাথন দৌড় গোলাপবাগ মোড় থেকে পুলিশ লাইন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাতটায় শুরু হয় এই ম্যারাথন দৌড়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত হন অংশগ্রহণকারীরা। প্রায় সাত কিলোমিটার দৌড়ান ১ হাজার অংশগ্রহণকারী। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে এই ম্যারাথন দৌড় শুরু করা হয়। এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ সকলেই অংশ নেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের এবং মহিলাদের মধ্যে থেকেও স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। নগদ ৫০ হাজার

টাকা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়দের দেওয়া হয় ট্রফি সার্টিফিকেট ও মেডেল। স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ম্যারাথনে অংশ নেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও অনুষ্ঠান পর্বে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, উদ্যোক্তা ও জেলার যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ঝাড়গ্রামে সক্রিয় ভূমিকায় দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্য রাজনীতিতে ফের সক্রিয় ভূমিকায় ফিরেছেন দিলীপ ঘোষ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আশ্বাস পাওয়ার পর সংগঠন তৈরিতে আবারও কোমর বেঁধে নেমেছেন তিনি। নিবিড় জনসংযোগ তৈরি করতে ফের চালু করেছেন 'চায়ে পে চর্চা' কর্মসূচি। সোমবার ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বনপুরা এলাকায় একাধিক জায়গায় কর্মসূচিতে সামিল হন তিনি। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষকে ফের মাঠজুড়ে খেলার অনুমতি দিয়েছেন অমিত শাহ। তারপর থেকেই স্বক্রিয় ভূমিকায় ময়দানে নেমেছেন তিনি। নিজের বিধানসভা এলাকা গোপীবল্লভপুরে কর্মীদের সংগঠিত করতে প্রত্যন্ত এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে জোর দিচ্ছেন। সোমবার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিধানসভার বনপুরা, রোহিনী বাস স্ট্যান্ড, গোয়ালমারা, সরডিহা ও চুবকা এলাকায় জনসংযোগ করেন দিলীপ ঘোষ।

যুব দিবসে নেশামুক্ত সমাজের ডাকে ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ে তোলার বার্তা নিয়ে যুব দিবসে খানাকুল বিধানসভা এলাকায় এক ব্যতিক্রমী কর্মসূচির আয়োজন করল খানাকুল বিজেপি। শনিবার সকালে খানাকুল বিধানসভার রামনগর থেকে চক্রপুর পর্যন্ত একটি ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে এই ম্যারাথনে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। হাতে নেশাবিরোধী প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে দৌড়ের মাধ্যমে তাঁরা সমাজে নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তা দেন। যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। ম্যারাথনের সূচনা হয় রামনগর থেকে এবং শেষ হয় চক্রপুরে। পথে পথে যুবকদের উৎসাহ দিতে সাধারণ মানুষও অংশ নেন এবং করতালির মাধ্যমে তাঁদের স্বাগত জানান। আয়োজকদের মতে, বর্তমান সময়ে যুবসমাজের একটি বড় অংশ নেশার কবলে পড়ছে, যা সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত

উদ্বেগজনক। এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ। নেশা যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যুব দিবসে আমাদের লক্ষ্য একটাই নেশামুক্ত, সুস্থ ও শক্তিশালী যুবসমাজ গড়ে তোলা। খেলাধুলা ও শারীরিক চর্চার মাধ্যমে যুবকদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।' তিনি আরও বলেন, 'একদিকে যখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫ টাকার পাউচ মদ খাইয়ে যুব সমাজকে আরও রসাতলে পাঠাচ্ছেন।' তাই এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে করা হবে বলে জানা গেছে।

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের জেলা সভাপতির দায়িত্বে ফের সঞ্জীব কুণ্ডু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সুদক্ষ আইনজীবী হিসেবে পরপর মাইল ফলক ছুঁয়ে যাওয়া ব্যক্তি বিশিষ্ট আইনজীবী সঞ্জীব কুণ্ডু। সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বোচ্চ অধিনায়িকার আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে এবছরও তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বয়সে তরুণ হলেও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই আইনজীবী 'অল কারও সঙ্গে নয়, প্রতি মুহূর্তে আমি আমার নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করি। আমার কাজের মূল্যায়ন করি এবং সেই প্রেরণাতেই আমি সামনের পথে এগিয়ে যাই।' দ্বিতীয়বারের জন্য পশ্চিম বর্ধমান জেলা মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি পদে দায়িত্ব পাওয়ারপর তিনি বলেন, 'চলতি বছরেই এ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিধানসভা

ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহভাজন। আর তাই তাঁর ওপর জেলা সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেন মমতা বালা বলে মতুয়াদের একাংশের দাবি। গত বছর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে সভাপতি পদে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন সঞ্জীব।

এবিষয়ে সঞ্জীব কুণ্ডু বলেন, 'অন্য নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগেই আমি সমগ্র জেলার মতুয়া ভাই-বোনদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে নিরলস ভাবে কাজ করে যাবো।' সংগঠনের উন্নয়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে লড়াই করে যাওয়ার সংকল্পে ব্রতী হয়েছেন। তিনি বলেন, 'তাঁর সংগঠনের যেসব ভাই-বোনেরা এখনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছেন, তাঁদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি সবরকমভাবে প্রয়াসী হবেন।'

শীতের রাতে দুঃস্থদের পাশে সহযোদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন বর্ধমান: ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিকে বেঁচে যাওয়া খাবার দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করল বর্ধমান সহযোদ্ধা। এই বিষয়ে বর্ধমান সহযোদ্ধার সদস্য প্রীতম সাহা জানান, এদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যজিৎ দত্তের কাছ থেকে খবর পান বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশন তাদের পিকনিকে বেঁচে যাওয়া যে খাবার, সেটা দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চান। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে সহযোদ্ধার সদস্য শেখ পিন্টু প্রীতম সাহা এবং অন্যান্যরা বর্ধমান নবাব হাট সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলের থেকে সেই খাবার সংগ্রহ করে। এবং বাবুর বাগ সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১০০ জন মানুষদের মধ্যে সেই বেঁচে যাওয়া খাবার বিতরণ করে। এই খাবার পেয়ে খুশি সেখানকার স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, বর্ধমান সহযোদ্ধা আগেও তাদের এই এলাকাতে এসে খাবার বিতরণ করেছে। স্থানীয় সেখানকার দুঃস্থ বাসিন্দারা বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিলস এসোসিয়েশন কে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে। এই বিষয়ে সংগঠনের সহ-সভাপতি কৌশিক সিনহা জানান, 'বর্ধমান সহযোদ্ধা এই ধরনের বেঁচে যাওয়া খাবার নষ্ট না করে প্রয়োজনীয় মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে আনন্দ পায়।'

চাঁউড়ি, বাঁউড়ি ও মকর ঘিরে উদ্দীপনা তুঙ্গে বাঁকুড়ায়

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া-সহ রাঢ় মেতে উঠেছে পৌষ পরবে। পৌষ মাসের শেষ কটা দিন চাঁউড়ি, বাঁউড়ি ও মকর পরব ব্যাপক উৎসাহে পালন করা হয়ে থাকে। সোমবার ছিল পৌষ পরবের প্রথম দিন চাঁউড়ি। জেলার শিল্পাঞ্চল বড়জোড়া থেকে জঙ্গলমহল, কোতুলপুর থেকে শালতোড়া সর্বত্র সোমবার চাঁউড়ি পালিত হতে দেখা যায়। এই চাঁউড়ি হল পরিষ্কারের দিন। এদিন সকাল থেকে জেলার পুকুরগুলিতে বাসনপত্র ও জামাকাপড় পরিষ্কার করতে দেখা যায়। এই পরিষ্কার করা রাঢ়ে পৌষ মাসের কালী তোলা বা পৌষকালী তোলা নামে পরিচিত। বাড়ির উঠোন ও খামার গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করতেও দেখা যায়। অন্যদিকে আঁচুড়ি, মানকানালি, জুনবেদিয়া, শালবনী ইত্যাদি এলাকায় এসব ব্যবহারের জন্য পুকুর রক্ষা করে বৃষ্টির জলধরে সমৃদ্ধ ও সবুজ গ্রাম

গড়ার আবেদন গানে গানে ও নাটকে জানাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালে একঝাঁক মহিলা শিল্পীকে।

এদিন জেলার বাজারগুলি চালের গুঁড়ো, নারকেল, খেজুরগুড় ও দুধের খোয়া বা চাঁছিতে ভরে উঠতে এবং চড়া দামে বিক্রি হতে দেখা যায়। জেলার গমভাঙা দলগুলিকে চাল গুঁড়ো করতে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। মঙ্গলবার বাঁউড়ির দিন পুলিপিঠে তৈরি হবে চাঁছি, তিল, রমা কলাই বা বরবটি কলাই ও নারকেলের পুর দিয়ে। রাঢ়ের ভাষায় গড়গড়্যা পিঠে বা পুর পিঠে বলা হয়। এদিন বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় ক্লাব গুলির উদ্যোগে নারকেল লটারির আয়োজন করা হয়। এদিন জেলার বাজারগুলিতে লাউ-এর দাম ছিল চড়া। লাউসিদ্ধ করে অনেক বাড়িতেই চুকলি বা রুটির মত পিঠে করা হয়। শালবনীর সবিতা আঠা ও ভক্তি আঠা জানান, 'মকরসংক্রান্তি শুরু চাঁউড়ি দিয়ে। তাই এই দিনটি নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়।' নিধুবনের অন্তরা মাকুড় ও তাঁর পুত্রবধু আলপনা দেবী জানান, 'চাঁউড়িতে এখন অনেক পরিশ্রম কমে গেছে। কয়েক বছর আগেও কলের চালগুঁড়ি দিয়ে পিঠে করা হতো না। কাঠের ঢেঁকিতে পাহার দিয়ে গুঁড়ি করা হতো, প্রায় পাঁচ থেকে দশ কেজিও। এখন দিন বদলেছে। বাঁউড়ির দিন গভীর রাত পর্যন্ত চলত পিঠে করা। মকরের দিন আত্মীয়স্বজনকে পিঠে খাওয়ানো হতো। এখন সেসব উঠে গেছে বললেই চলে। ঢেঁকি না থাকায় দোকান থেকে এক-দুই কেজি গুঁড়ি কিনে এনে সামান্য পরিমান পিঠে করা হয়। আগে প্রায় প্রতি বাড়িতে গরু, মহিষ থাকায় নিজেরাই জ্বাল দিয়ে চাঁছি বানিয়ে নিতেন। সেই গ্রামের জীবনের আনন্দ আর নেই।' বাঁউড়ির রাতে হয় টুসুর জাগরন। পরের দিন পৌষ সংক্রান্তি অর্থাৎ মকর। এই দিন ভোর থেকেই মেয়েরা গান গাইতে গাইতে টুসু দেবীকে নিয়ে হাজির হয় স্থানীয় পুকুর কিংবা নদীতে। সেখানে টুসু ভাসান দেওয়া হয়। মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের দুই প্রশিক্ষিকা গানের সংগীতা বিশ্বাস ও নাটকের একতা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, পৌষকালি তুলতে চাঁউড়ির দিন এবং মকরের দিন টুসু ভাসাতে এবং স্নান করতে মহিলাদের এলাকার জলাশয়গুলিতে ভিড় দেখা যায়। জলাশয়গুলির গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করেন এই দুদিন।

দিল্লি এবং বার্লিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

আমদাবাদ, ১২ জানুয়ারি: দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন জার্মানির চান্সেলর (রাষ্ট্রপ্রধান) ফ্রিডরিখ মের্ৎজ। সোমবার গুজরাতের গান্ধিনগরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারেন তিনি। তার পর দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য-সহ একাধিক বিষয়ে সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষরিত হয়।

জার্মানির চ্যান্সেলর হিসাবে ভারতে তো বটেই, এই প্রথম এশিয়ার কোনও দেশে এলেন মের্ৎজ। গান্ধিনগরে মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে আমদাবাদের সাবরমতী আশ্রমে গিয়েছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর। তার পর তিনি সবরমতী নদীর ধারে আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসবে যোগ দেন। মোদীর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতেও দেখা যায় মের্ৎজকে।

ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জার্মানি। বর্তমানে বার্লিনের সঙ্গে নয়াদিল্লির দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৫০০০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি)। জার্মানির প্রায় ২০০০ সংস্থা এখন ভারতে কাজ করে। এই দুইয়ের পরিমাণ আরও বাড়াতে চায় ভারত এবং জার্মানি।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বোঝাপড়া আরও জোরদার করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে নয়াদিল্লি এবং বার্লিন। পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির ব্যবহার নিয়েও বোঝাপড়া আরও বৃদ্ধির কথা বলেছেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভারতীয়দের জার্মানিতে থাকার ক্ষেত্রে ভিসা লাগবে না বলে জানানো হয়েছে। জার্মানির স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে উন্নত করতে ভারতের চিকিৎসক এবং

ছাড় 'ট্রানজিট ভিসায়'

স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিবাসনকে বৈধতা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর। দুই দেশের মধ্যে তথ্য এবং মেধার আদানপ্রদান বাড়ানোর বিষয়েও সম্মত হয়েছেন মোদী এবং মের্ৎজ।

সমরাস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে ভারত এখনও অনেকটাই রাশিয়ার উপরে নির্ভরশীল। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, নয়াদিল্লির এই রুশ-নির্ভরতা কাটাতে চায় বার্লিন। সে ক্ষেত্রে তারা ভারতকে উন্নত সমরাস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ছাত্রীকে অপহরণ করে চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণ

জয়পুর, ১২ জানুয়ারি: দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণ করে চলন্ত গাড়ির মধ্যে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল রাজস্থানে বিকানেরে। সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৬ জানুয়ারি। তবে ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে রবিবার। ওই নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘটনায় নাপাসার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এক পুলিশকর্তা গঙ্গাশাহার হিমাংশু শর্মা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাঁর বয়স ১৮ বছরের বেশি। তবে অভিযুক্তের বয়স সম্পর্কে কোনও ধারণা মেলেনি। এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান ওই পুলিশকর্তা।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৬ জানুয়ারি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় ওই ছাত্রীর রাস্তা আটকান দুই যুবক। কোনও বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়। তার পরেই আচমকা ওই তরুণীকে একটি গাড়িতে তুলে এলাকা ছাড়েন তাঁরা। নির্যাতিতার দাবি, তাঁকে মুখ চেপে গাড়িতে তোলা হয়েছিল। চিৎকার করার সুযোগ পাননি তিনি। কয়েক ঘণ্টা গাড়ি চলে। গাড়ির মধ্যেই একে একে অভিযুক্তেরা তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। গাড়ি যখন পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢোকে তখন গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। তাঁরা গাড়িটি দাঁড় করান। তখন চিৎকার করে কোনও ক্রমে বাইরে বেরিয়ে আসেন নির্যাতিতা। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন অভিযুক্তেরা।

নিজেকে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ঘোষণা ট্রাম্পের

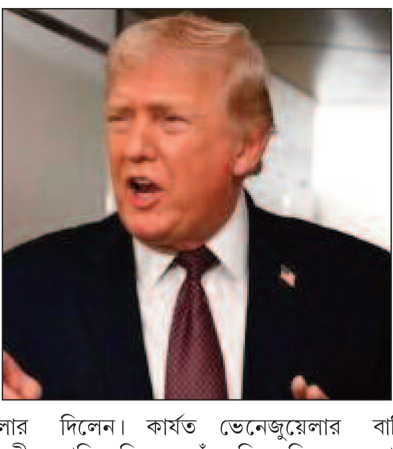

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি: শুধু আমেরিকার নন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টও নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করলেন। আর ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরই দক্ষিণ আমেরিকার তেল ও খনিজে সমৃদ্ধ দেশে হোয়াইট হাউসের নজর নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মাদুরোর অপহরণ ও অপসরণের পরই ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তেল মন্ত্রী ডেলসি রড্রিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ট্রাম্প সেই সময়ই দাবি করেছিলেন যে ভেনেজুয়েলা আমেরিকাকে ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল ভাল গুণমানের তেল দেবে। এই তেল বিক্রি করবে আমেরিকা, টাকা আমেরিকার হাতেই থাকবে। এবার নিজেকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবেই ঘোষণা করে দিলেন। কার্যত ভেনেজুয়েলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে ভেনেজুয়েলার তেলের ভাণ্ডারেরও নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেলেন।

হোয়াইট হাউস বা পেন্টাগন থেকে নয়, নিজের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট- ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে ট্রাম্প নিজেকে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন। উইকিপিডিয়ায় ট্রাম্পের যে ছবি রয়েছে, সেই ছবি সহ নিজের বায়োডাটা পোস্ট করেন। সেখানেই আমেরিকার ৪৫তম ও ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ছাড়াও ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন।

কিছুদিন আগেই আমেরিকা রাতের অন্ধকারে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালায়। বোমাবর্ষণ, গোলাবর্ষণের মাঝেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস-কে বন্দি বানিয়ে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসেন। তাদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভেনেজুয়েলার পর কিউবাকেও হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। এতদিন ভেনেজুয়েলা কিউবাকে যে তেল সরবরাহ করত এবং আর্থিক সাহায্য করত, তা বন্ধ করে দেবে। মার্কো রুবিও কিউবার প্রেসিডেন্ট হবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেছেন যে বিষয়টা খুব একটা খারাপ নয়।

নৈরাজ্যের বাংলাদেশে জেল হেপাজতে মৃত্যু হিন্দু সঙ্গীতশিল্পীর

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি: এবার জেলেবন্দি অবস্থায় ইউনূসের বাংলাদেশে মৃত্যু হল এক হিন্দু সঙ্গীতশিল্পী প্রলয় চাকীর। প্রলয় চাকী ছিলেন পদ্মাপাড়ের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। পাশাপাশি তিনি পাবনা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্বেও ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় গত ১৬ ডিসেম্বর সকালে তাঁকে পাথরতলার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর থেকে পাবনা জেলা কারাগারে ছিলেন প্রলয়। বন্দি অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রোববার রাতে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

প্রলয় চাকীর ছেলে সনি চাকীর অভিযোগ, তাঁর বাবার বিরুদ্ধে কোনও মামলা ছিল না। তাঁকে অকারণ হয়রানি করা হয়েছে। কারাগারে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলেও প্রথমে তাঁদের জানানো হয়নি। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে তিনি মারা গিয়েছেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেল সুপার ওমর ফারুক। তিনি বলেন, প্রলয় চাকী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে নিয়মিত ওষুধ দেওয়া হত। গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।

গত বছরের ৪ অগস্টের একটি বিস্ফোরক মামলায় ৬০ বছরের সঙ্গীতশিল্পীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রশাসনের দাবি, তিনি হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিস-সহ একাধিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। শুক্রবার সকালে কারাগারের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পাবনা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান প্রলয়। বাংলাদেশে বর্তমান নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের নেতাদের দাবি, বন্দি অবস্থায় নির্যাতন করা হয়েছিল সঙ্গীতশিল্পীকে। অন্যদিকে প্রলয় চাকীর পরিবারের দাবি, কারাগারে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে অবহেলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রলয় চাকী গত শতাব্দীর নয়ের দশকের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। তিনি পাবনার বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রে নিয়মিত সঙ্গীত পরিচালনা করতেন।

পদপিষ্ট-কাণ্ড: দিল্লিতে হাজিরা অভিনেতা বিজয়ের

চেন্নাই, ১২ জানুয়ারি: তামিলনাড়ুর কারুরে পদপিষ্টের ঘটনায় এ বার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের দপ্তরে হাজিরা দিলেন তামিলাগা ভেটরি কাজাগম (টিভিকে)-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা অভিনেতা 'থলপতি' বিজয়। সোমবার সকালে দিল্লিতে সিবিআইয়ের দপ্তরে গিয়েছেন তিনি।

সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ৭টায় তামিলনাড়ুর চেন্নাই থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বিজয়। সঙ্গে ছিলেন টিভিকেরই আর এক নেতা আধভ অর্জুন। সকাল ১১টা ২৯ মিনিটে বিজয় একটি কালো রেঞ্জ রোভারে চেপে দিল্লিতে সিবিআইয়ের সদর দপ্তরে পৌঁছোন। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সেরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্নীতি দমন শাখার তদন্তকারীদের কাছে। সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বিশাল জনসমাগমের আশঙ্কায় সোমবার সকাল থেকেই সিবিআই দপ্তরের চারপাশে দিল্লি পুলিশ এবং সিএপিএফ-এর একাধিক ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছিল। তাঁরা পরিস্থিতি নজরে রেখেছিলেন। ফলে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়নি।

ফের অসুস্থ প্রাক্তন উপরাষ্টপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি: দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় আবার অসুস্থ। তাঁকে দিল্লির এমসে ভর্তি করানো হয়েছে। কী হয়েছে ধনখড়ের তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিজের বাসভবনের শৌচাগারে যাওয়ার সময় দু'বার জ্ঞান হারান তিনি।

ওই আধিকারিক জানান, গত ১০ জানুয়ারি, শনিবার শৌচাগারে যাওয়ার সময় জ্ঞান হারান প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি। এক বার নয়, পর পর দু'বার একই ঘটনা ঘটে। কী কারণে ধনখড় জ্ঞান হারান, তা পরীক্ষা করে দেখছেন চিকিৎসকেরা। তাঁর এমআইআর করানো হবে।

সোমবার নিয়মিত চেকআপের জন্য এমসে যান ধনখড়। অজ্ঞান হওয়ার বিষয়টি চিকিৎসকদের জানান তিনি। তার পরেই তাঁকে ভর্তি করে নেওয়া হয়।

বিশ্বকাপের আগে চোট চিন্তায় ভারতীয় শিবির! পন্থের পর এবার বাদ সুন্দর

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঠিক আগে ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। একের পর এক চোট আঘাত হানছে দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের উপর। তিলক বর্মার অসুস্থতার ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই এ বার চোটের কবলে পড়েছেন ঋষভ পন্থ ও ওয়াশিংটন সুন্দর। নিউ জ়ল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজ়ে এই দুই তারকার অনুপস্থিতি শুধু তাৎক্ষণিক সমস্যা নয়, বরং সামনে থাকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতেও বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল।

ওয়াশিংটন সুন্দর রবিবারের ম্যাচে বল করার সময় চোট পান। মাঠেই অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা যায় তাঁকে। শেষ পর্যন্ত জানা যায়, এই চোটের কারণে তাঁকে বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে। তাঁর চোট কতটা গুরুতর, তা সোমবার বিস্তারিত পরীক্ষার পর জানা যাবে। তবে এক দিনের সিরিজ়ে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না, এটা কার্যত নিশ্চিত। অন্য দিকে ঋষভ পন্থের চোট একেবারেই দুর্ভাগ্যজনক। শনিবার অনুশীলনের সময় আচমকাই একটি বল লাফিয়ে উঠে তাঁর কোমরের একটু উপরের অংশে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করেন তিনি। পরে বোর্ড জানিয়ে দেয়, পন্থের পেশিতে ছিঁড়ে যাওয়ার সমস্যা হয়েছে এবং তা যথেষ্ট গুরুতর। ফলে নিউ জ়ল্যান্ড সিরিজ়ে তাঁর আর খেলা সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্যা শুধু চলতি এক দিনের সিরিজ়ে সীমাবদ্ধ নেই। বরং আসল চিন্তা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আর এক মাসও বাকি নেই বিশ্বকাপ শুরু হতে। পন্থ ও ওয়াশিংটন;দু'জনেই সম্ভাব্য বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন। এমন সময়ে তাঁদের চোট ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। বিকল্প হিসেবে নতুন ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে নির্বাচকরা, কিন্তু বিশ্বকাপের আগে পরীক্ষানিরীক্ষার সময় খুব বেশি নেই।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় দলে প্রথম বার ডাক পেলেন দিল্লির ব্যাটিং অলরাউন্ডার আয়ুষ বাদোনি। ২৬ বছরের এই ক্রিকেটারকে নিউ জ়ল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি দু'টি এক দিনের ম্যাচের জন্য দলে নেওয়া হয়েছে। অফ স্পিনার হিসেবেও কার্যকর বাদোনির ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ২৭টি ম্যাচ খেলে তিনি ৬৯৩ রান করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে একটি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরান। বল হাতেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য;১৮টি উইকেট রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

আইপিএলেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন বাদোনি। ২০২২ সাল থেকে সঞ্জীব গোয়েন্‌কার মালিকানাধীন লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলছেন তিনি। আইপিএলের ৫৬টি ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৯৬৩ রান, রয়েছে ৬টি অর্ধশতরান। পাশাপাশি বল হাতে পেয়েছেন ৪টি উইকেটও। এই পারফরম্যান্সের সুবাদেই জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তিনি।

এর আগে পন্থের চোটের কারণে তাঁর জায়গায় ধ্রুব জুরেলকে দলে নিয়েছিলেন নির্বাচক অজিত আগরকরেরা। এ বার ওয়াশিংটনের পরিবর্ত হিসেবে বাদোনি।

এসঅ্যাইআরে তলব খেলোয়াড়দের 'অসম্মান', প্রতিবাদে সামিল প্রাক্তনীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত। এই এসআইআর নথি নিয়ে হয়রানিতে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষদেরও। হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে অনেক নামি ব্যক্তিত্বদেরও। বাদ যাচ্ছেন না, দেশ ও বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা খেলোয়াড়রাও। অযথা ডেকে পাঠানো হচ্ছে অনেক ক্রিকেটার-ফুটবলারদের। এই অভিযোগের প্রতিবাদে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে পথে নামলেন প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। সোমবার ভবানীপুর ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি।

এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, অলোক মুখোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্য-সহ ময়দানের প্রায় ১৫০ জন খেলোয়াড়রা। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে মালা দিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়। এই বিষয়ে প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেবেন। ইতিমধ্যেই জাতীয় দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা, প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, কম্পটন দত্ত, অলোক মুখোপাধ্যায়দের ডাকা হয়েছে এসআইআরে। দেশ ও বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা এই খেলোয়াড়দেরও কি আলাদা করে পরিচয় দিতে হবে? খেলোয়াড়দের এভাবে এসআইআরে ডাকাটা অসম্মানের।

দীপেন্দুর উপস্থিতিতে কৃতী সংবর্ধনা ট্যালি একাডেমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: প্রখ্যাত ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের উপস্থিতিতে শহর কলকাতায় উদযাপিত হলো ট্যালি একাডেমির 'সেরা স্বীকৃতি পুরস্কার'। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দীপেন্দু বিশ্বাস ও অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে সংবর্ধিত হলেন ৩৭ জন কৃতী ব্যক্তিত্ব। দেশজুড়ে আসা ৫০০-র বেশি আবেদনের মধ্য থেকে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এঁদের নির্বাচিত করা হয়।

সংস্থার সিইও ও এমডি শুভঙ্কর রায় এই সাফল্যের কথা উল্লেখ করে জানান, ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠান আরও বড় মাপে করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। ২১টি রাজ্যে বিস্তৃত ট্যালি একাডেমি বর্তমানে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে যুবসমাজের ভাগ্য পরিবর্তনে নিরলস কাজ করে চলেছে।

ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শম্ভুনাথ ভৌমিক

ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি হয়ে গেল

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও মিলন মেলা। কলকাতা ময়দানের কবাডি সংস্থার মাঠে এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে দারুন উৎসাহ দেখতে পাওয়া গেছে। সাংবাদিক সদস্যদের আপনজনরা মিলনমেলা এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার সুবীর সরকার। তিনি বলেন,বাংলার খেলাধুলোকে নিয়ে একটা সময় গর্ব অনুভব করতাম। বাংলার ছেলেমেয়েরা ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের আর্দশ করে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন,অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের মাঠে নিয়ে আসুন। খেলাধুলো করান।

আমাদের ভবিষ্যত ওঁরাই।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি প্রান্তিক সেন,সচিব ইমনকল্যাণ সেন ও স্পোর্টস কমিটির আহ্বায়ক পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী সহ অন্যরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Dev Block Inviting Online (E-Tender) **DPUK/009/2026 Dated 09.01.2026,** 5th SFC Fund **(www.wbtenders.gov.in)** and **DPUK/101/2026 Dated 10.01.2026, (www.tender.wb.gov.in)** APAS Fund (for efficient bidders for details visit Website)
Sd/- **Prodhan**
Dharmapukuria Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Bhagirathpur GP, Msd from bonafied agencies for 13 nos of works in the **NIeT 07/DOM/BGP/15th CFC (Tied)/ 25-26 & 08/DOM/BGP/ 15th CFC (United)/25-26, dt 09/01/26.** The Last date of bid submission **24/01/26 upto 17:00 hrs** for details visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Bhagirathpur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০১-০৬-২৬, তারিখ ০৯.০১.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০১-২৬, তারিখ ০৯.০১.২০২৬;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/বাঁকুড়া-১-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে নিরাপদে চলাচলের জন্য ট্র্যাকের শক্তিবর্ধন ও মানোন্নয়নের জন্য বিবিধ পি.ওয়ে কাজ; ৪,১৪,০৬,৯৮১.৪৬ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০২-২৬, তারিখ ০৯.০১.২০২৬;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/বাঁকুড়া-২-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে নিরাপদে চলাচলের জন্য ট্র্যাকের শক্তিবর্ধন ও মানোন্নয়নের জন্য বিবিধ পি.ওয়ে কাজ;৪,১৪,০৬,৯৮১.৪৬ টাকা। **(৩) ই- ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৩-২৬, তারিখ ০৯.০১.২০২৬;** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ব)/আদ্রার অধীনে বিদ্যমান বাজেয়াপ্ত হওয়া ক্ষয়প্রাপ্ত/ভাঙা রেল স্ক্রু অপসারণ করা, স্লাইড চেয়ারের ওয়েল্ডিং, ব্রারের অপসারণ, গার্ড রেল ইত্যাদি মেরামত;৭৪,৯৪,৪৮০.৮৮ টাকা। **(৪) ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-০৪-২৬, তারিখ ০৯.০১.২০২৬;** আদ্রা ডিভিশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/বোকারো স্টিল সিটির অধিক্ষেত্রের অধীনে নিরাপদে চলাচলের জন্য ট্র্যাকের শক্তিবর্ধন ও মানোন্নয়নের জন্য বিবিধ পি.ওয়ে কাজ; ৪,১৪,০৬,৯৮১.৪৬ টাকা। **(৫) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৫-২৬, তারিখ ০৯.০১.২০২৬;** আদ্রা ডিভিশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/মধুদার অধিক্ষেত্রের অধীনে নিরাপদে চলাচলের জন্য ট্র্যাকের শক্তিবর্ধন ও মানোন্নয়নের জন্য বিবিধ পি.ওয়ে কাজ; ৪,১৪,০৬,৯৮১.৪৬ টাকা। **(৬) ই-ডিআরএম -ইএনজিজি-এডিআরএ-০৬-২৬, তারিখ ০৯.০১.২০২৬;** ঝন্টিপাহাড়ী ডিপোতে স্তূপীকৃত ৫০ মিমি গেজ মেশিনে চূর্ণ ব্যালাস্ট পাথর যে কোনো ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে বোঝাই সহ তা সরবরাহ এবং বিতরণ ; ২,৬১,৩১,৪৪৩.১৭ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্রঃ নং ১ থেকে ৩-এর জন্য ০৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা এবং ক্রঃ নং ৪ থেকে ৬-এর জন্য ০৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** (PR-1051)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মৃত্যুর পরেও টাকা পাচ্ছেন না নমিনি! কাকে অভিযোগ করবেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন: এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে নমিনিদের টাকা প্রদানে বিলম্ব সংক্রান্ত একটি অভিযোগ গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। আর্থিক সাংবাদিক বীণা বেণুগোপাল সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করার পর বিষয়টি সামনে আসে। তিনি জানান, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর এক বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও ব্যাঙ্ক সেই অ্যাকাউন্ট থেকে নথিবদ্ধ নমিনি তাঁর মেয়ের কাছে টাকা হস্তান্তর করেনি।

বীণা বেণুগোপালের মতে, স্বামীর মৃত্যুর পরপরই তিনি মৃত্যু সংশাপত্র-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন। পরে ব্যাঙ্ক পরিবারকে জানায় যে, ব্যাঙ্কের কর্মীরা চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় কাগজপত্রগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর ব্যাঙ্ক আবারও নোটারি করা স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজপত্র এবং মৃত্যুর পর করা অটো-ডেবিট সম্পর্কিত তথ্য-সহ সমস্ত নথি চেয়ে পাঠায়। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্ক এই অটো-ডেবিটগুলোর জন্য বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতিও চেয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, তার ২০ বছর বয়সী মেয়ে, যিনি নমিনি, তাঁকে বারবার ব্যাঙ্কে যেতে হয়েছে এবং প্রতিবারই নতুন কর্মীদের কাছে তাঁর বাবার মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হয়েছে। বেণুগোপাল বলেন, এই অ্যাকাউন্টটি নিয়ে কোনও বিরোধ নেই এবং অন্য কোনও দাবিদারও নেই। তুলনামূলকভাবে তিনি জানান, তাঁর স্বামীর ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কে আরেকটি অ্যাকাউন্ট ছিল, যা মাত্র একবার ব্যাঙ্কে গিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল।

যদিও বীণা বেণুগোপাল যোগ করেন যে, তার পরিবার আর্থিকভাবে এই অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়, তবে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর এই টাকা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে এই ধরনের বিলম্ব গুরুতর সমস্যার কারণ হতে পারে।

এই ঘটনার পর, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ১ জানুয়ারি সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে এবং বিষয়টি তদন্তের জন্য অ্যাকাউন্টের বিবরণ জানতে চায়। ব্যাঙ্ক আশ্বাস দিয়েছে যে, অভিযোগটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা হবে। ব্যাঙ্কিং নিয়ম অনুযায়ী, নমিনির দাবি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হলে গ্রাহক ব্যাঙ্কের অভিযোগ নিষ্পত্তি বিভাগে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। সেখানে সন্তোষজনক সাড়া না পেলে বিষয়টি আরবিআই ব্যাঙ্কিং ন্যায়পালের কাছে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। নিয়মাবলীতে আরও বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ কাগজপত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ককে দাবি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং বিলম্বে সুদও ধার্য করা হতে পারে।

২৭ জানুয়ারি দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, অর্থকরী লেনদেনও কি আটকাবে?

ধর্মঘট ডাকল ব্যাঙ্ক কর্মীরা। দেশ জুড়ে বনধের ডাক দিয়েছেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা। ২৭ জানুয়ারি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তারা। সপ্তাহে পাঁচ দিন অফিস, দুইদিন ছুটির দাবিতে দেশ জুড়ে বনধের ডাক দিয়েছেন।

অল ইন্ডিয়া ব্য়াঙ্ক অফিসারস কনফেডারেশনের তরফে সার্কুলার জারি করে দেশ জুড়ে বনধের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ৫ দিন ওয়ার্কিং ডে-র যে দাবি করা হচ্ছে, সরকার সেই বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না, সাড়া দিচ্ছে না। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন ও ব্যাঙ্ক ইউনিয়নদের মধ্যে বেতন পর্যালোচনার সময়ই ৫ দিন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর না হওয়ায় ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

ব্যাঙ্ক কর্মীরা জানিয়েছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এলআইসি, জিআইসি সহ একাধিক সংস্থাই সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি অফিসগুলিও শনিবার বন্ধ থাকে। তাহলে ব্যাঙ্কের জন্য কেন এই নিয়ম চালু করা হচ্ছে না?

অল ইন্ডিয়া ব্য়াঙ্ক অফিসারস কনফেডারেশন জানিয়েছে, পাঁচ দিন কাজ হলে, ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না, কারণ তারা ইতিমধ্যেই সোমবার থেকে শুক্রবার অতিরিক্ত ৪০ মিনিট কাজ করতে রাজি হয়েছেন। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার করে বন্ধ থাকে। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক কর্মীদের মোট ছয়দিন ছুটি থাকে। তবে ধর্মঘটের কারণে ২৭ জানুয়ারি কোনও ব্য়াঙ্ক বন্ধ থাকবে না। তবে ব্যাঙ্ক কর্মীরা যেহেতু বিক্ষোভ দেখাবেন, তাই পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে।

সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস উইক পালন

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুটাই যদি হয় একটা উৎসাহী মন নিয়ে, একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ঘিরে, তাহলে সারা বছর তারা নিজেদের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্খী মনের স্থাপনা করতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যকে সার্থকতা প্রদানের লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে শুরু হওয়া অবসারভেশন অফ স্টুডেন্টস উইক প্রোগ্রাম পুরুলিয়া সিধো কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোটা সপ্তাহ জুড়ে পালিত হল। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পয়লা জানুয়ারি থেকে জানুয়ারির আট তারিখ অবধি অবসারভেশন অফ স্টুডেন্টস উইক প্রোগ্রাম পালন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ যে নির্দেশিকা তাকে অনুসরণ করে মূলত এই কর্মসূচির অবতারণা। পুরুলিয়া জেলার এই বিশ্ববিদ্যালয় স্বপ্নচাষাদের আখাড়া, কারণ শুষ্ক মাটির মধ্যেও কীভাবে বসন্তকে আনাতে হয় তার প্রমাণ এই প্রতিষ্ঠান বারংবার দিয়েছে। বর্তমানে মাননীয় উপাচার্য ড. পবিত্র কুমার চক্রবর্তী এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. গুরুদাস মণ্ডলের হাত ধরে এই ধারা অব্যাহত। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে পালিত হওয়া অবসারভেশন অফ স্টুডেন্টস উইক প্রোগ্রাম কোনো সাধারণ নির্দেশনামা নয়, বরং শিক্ষার মান উন্নয়নের এক মেধাবী সিদ্ধান্ত। আর সেই মেধাবী সিদ্ধান্তকেই সফলতা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হওয়া অবসারভেশন অফ স্টুডেন্টস উইক প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর ড. সোনালি মুখার্জি। পয়লা জানুয়ারি বেলা বারোটা থেকে শুরু হয় আইন সচেতনতা কর্মসূচি। শিক্ষার্থীদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বিভিন্ন আইন কানুন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ও তার সুপ্রয়োগ করতে পারা অত্যন্ত জরুরী। এই কার্যক্রম মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার বোধকে বৃদ্ধি করবে বলেই আশা রাখা যায়। পরের দিন অর্থাৎ দুই তারিখ সংঘটিত হয় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কার্যক্রম। এটি শিক্ষার্থীদের জীবিকার জন্য বহুমাত্রিক লক্ষ্যগুলিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে তিন তারিখ বেলা বারোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কুইজ প্রতিযোগিতা, চার তারিখ বেলা বারোটা থেকে শুরু হয় ডিজিটাল শিক্ষা এবং মিশ্র পদ্ধতিতে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনাসভা। বর্তমান সময়ের পড়াশোনার মাধ্যমের পরিবর্তন ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ও পর্যালোচনা বিষয়ক এই আলোচনা যথেষ্ট কার্যকরী হয়ে ওঠার দাবি রাখে।

পাঁচ তারিখ স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার স্কিম ক্রেডিট কার্ড এবং এস ভি এম সি এম সংক্রান্ত কার্যক্রম সংঘটিত হয়। যেখানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত হতে পারে, এমন সমস্ত বিষয় আলোচনায় উঠে আসে। ওই দিনই মধ্যাহ্নে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং কর্মসূচি সংঘটিত হয়। পাশাপাশি সেদিন পারফর্মিং অফ আর্টস বিভাগের তরফে ছিল স্ক্রিনিং এবং সঙ্গীত-নৃত্য

প্রতিযোগিতা। এরপরের দিনই ছিল সঙ্গীত-নৃত্য প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব। সাত তারিখ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভলিবল খেলার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। আর অন্তিম দিনে এসে অর্থাৎ আট তারিখ সকাল এগারোটা থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির কার্যক্রম চলতে থাকে স্বাস্থ্যই তো বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র। আর এই মন্ত্রকে সম্বল করেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গোটা কর্মসূচির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন এই পর্ব। কর্মসূচির শেষ লগ্নে ছিল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন কার্যক্রম আশা রাখা যায়, ডিজিটাল যুগে শিক্ষার্থীকে বইমুখী করে তুলবে এই কর্মকাণ্ড।

মূলত ছাত্র-ছাত্রীরদের মানসিক বিকাশ ও মান উন্নয়নের কথা ভেবেই এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সার্বিক ভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, যাতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তৈরি হওয়া বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়

ইরানে বিক্ষোভ-মার্কিন হুঁশিয়ারি, কী প্রভাব পড়বে হলুদ ধাতুতে

এই রাজনৈতিক উত্তেজনার অর্থনৈতিক প্রভাবও দ্রুত ফুটে উঠছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইরান সীমান্তে দ্রুত সামরিক সাজসজ্জা বিশ্বের সম্পদবাজারে অন্য ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এই সংঘাতের ফলে বিশ্বের স্টক মার্কেটসহ ভারতীয় শেয়ারবাজারেও নেতিবাচক প্রভাব আসতে পারে। বিপরীত দিকে সোনা ও রুপার মতো 'সেফ-হেভেন' সম্পদের চাহিদা বাড়বে।

অনিশ্চয়তার পরিবেশ বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি আছে এমন সম্পদ থেকে দূরে রাখবে। ফলে শেয়ারবাজারে 'ফ্ল্যাট টু নেগেটিভ' ওপেনিং দেখা যেতে পারে, যেখানে সোনা ও রুপার দামে উর্ধ্বমুখী গতি লক্ষ্যযোগ্য হবে।

ইরান সীমান্তে মার্কিন সামরিক মোতায়েনের নতুন খবর সোনা ও রুপার দামে দ্রুত উর্ধ্বগতি নিয়ে আসবে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজার উভয় ক্ষেত্রেই সোনার 'গ্যাপ-আপ ওপেনিং' হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম প্রতি আউন্স ৪৫৫০ মার্কিন পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে। এমসিএক্সে প্রতি ১০ গ্রামে সোনা ১,৪২,০০০ পর্যন্ত উঠতে পারে। একইভাবে, রুপার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স ৮২ থেকে ৮৫ মার্কিন পর্যন্ত এবং এমসিএক্সে প্রতি কেজি ২,৫৬,০০০ থেকে ২,৬০,০০০ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিষ্কার, ইরানে বিক্ষোভ এখন কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট নয়, বরং বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা কাঠামোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামনের দিনগুলোতে আন্দোলন কতদূর গড়াবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী ভূমিকা নেবে এবং বিশ্বের বাজার কেমন থাকবে। সবই এখন আন্তর্জাতিক আসরের একটি নজরকাড়া বিষয় হবে।

আগামীর স্বাস্থ্য পরিষেবায় উবারাইজেশন নয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও দক্ষ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট সমৃদ্ধ প্রযুক্তিনির্ভর পরিকাঠামোই হোক লক্ষ্য

শুভজিৎ বসাক

একবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞান বর্তমানে এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে সুস্থতা এবং প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক হওয়ার বদলে যেন এক কৃত্রিম প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে যে, ২০৩৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ বদলে যাবে এবং অ্যাপ-নির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে হাসপাতাল সরাসরি পৌঁছে যাবে রোগীর বাসগৃহে! একে 'হেলথকেয়ার উবারাইজেশন' বলা হলেও ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যা এবং আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্যের দেশে এই ধারণাটি কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদি লগ্ন থেকেই সরাসরি শারীরিক পরীক্ষা বা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন রোগ নির্ণয়ের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত। একজন দক্ষ চিকিৎসক যখন রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করেন বা স্টেথোস্কোপ দিয়ে হৃদস্পন্দন শোনেন, তখন তিনি কেবল তথ্য সংগ্রহ করেন না, বরং রোগীর শারীরিক সমস্ত রকম সূক্ষ্ম ছন্দপতন অনুভব করেন। এই মানবিক স্পর্শ ঘরে বসে সুদূর থেকে কোনো উচ্চপ্রযুক্তির ভিডিও কল বা ডিজিটাল সেন্সর দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে মুমূর্ষু রোগীর ক্ষেত্রে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সেখানে ভার্চুয়াল পরামর্শ বা ঘরে হাসপাতাল প্রবেশ করানোর মতো ভাবনাচিন্তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

এই আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা পরিসরে যান্ত্রিক উৎকর্ষের চেয়েও যা বেশি প্রাসঙ্গিক, তা হলো দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ। বর্তমানের জটিল চিকিৎসা ব্যবস্থায় রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি থেকে উত্তীর্ণ স্নাতক ও ডিপ্লোমাধারী মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরাই হলেন প্রকৃত মেরুদণ্ড। একটি অপারেশন থিয়েটারের অত্যন্ত জটিল ও সংবেদনশীল পরিবেশে প্রধানতঃ অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে সহায়তাকারী অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট থেকে শুরু করে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে থাকা রোগীর ভেন্টিলেটর, একমো পরিচালনা করা ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের ভূমিকা অপরিসীম। ঠিক

একইভাবে, রেডিও ডায়গনস্টিক ও রেডিও থেরাপি বিভাগে সিটি স্ক্যান, এমআরআই কিংবা ক্যানসার আক্রান্তের রেডিয়েশন থেরাপির মতো সূক্ষ্ম কাজে উচ্চশিক্ষিত টেকনোলজিস্টদের অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়া ছাড়া নির্ভুল চিকিৎসা অসম্ভব। ল্যাবরেটরি মেডিসিনের ক্ষেত্রেও স্নাতক, ডিপ্লোমা স্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনোলজিস্টরা কেবল স্যাম্পল পরীক্ষা করেন না, বরং বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সের গভীর জ্ঞান প্রয়োগ করে নির্ভুল রিপোর্ট নিশ্চিত করেন, যার ওপর ভিত্তি করে একজন চিকিৎসক জীবনদায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্মার্ট আইসিইউ হয়তো সেপসিসের পূর্বাভাস দিতে পারে, কিন্তু সেই জীবনদায়ী ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটাতে গেলে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় বা ফ্যাকাল্টি থেকে স্বীকৃত প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ টেকনোলজিস্টদের উপস্থিতিই শেষ কথা।

ভারতের বর্তমান স্বাস্থ্যচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় এক করুণ বৈপরীত্য;একদিকে প্রযুক্তির চরম শিখরে পৌঁছানোর স্বপ্ন, অন্যদিকে মাঠপর্যায়ের কঠোর বাস্তব। গ্লোবাল হেলথ র‌্যাঙ্কিংয়ে ভারতের অবস্থান এখনও সন্তোষজনক নয় এবং দেশের একটি বিশাল অংশকে আজও চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ নিজের পকেট থেকে মেটাতে হয়। এই সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্মার্টফোনের মাধ্যমে বাড়িতে হাসপাতাল নিয়ে আসার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হলো প্রতিটি ব্লকে অত্যাধুনিক সরকারি হাসপাতাল এবং সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের স্থায়ী নিয়োগ। স্বাস্থ্য প্রশাসনের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত শূন্যপদগুলো পূরণ করা এবং সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা। চিকিৎসা কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি মানবিক দায়বদ্ধতা। অ্যালোপ্যাথির সাথে সিমপ্যাথি বা সহমর্মিতার মেলবন্ধন না ঘটলে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কেবল যন্ত্রনির্ভর এক জড় কাঠামোতে পরিণত হবে। কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোগীর আতঙ্কিত মনে সেই সাহস জোগাতে পারে না যা একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর অভয়বাণী এবং হাতের স্পর্শ পারে। তাই আগামীর স্বাস্থ্য ভাবনায় শুধুই অ্যাপ নির্ভর প্রযুক্তির বিলাসিতার চেয়ে প্রতিটি বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মানবিক উপস্থিতি এবং মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের পেশাদারিত্বের ভারসাম্য রক্ষাই হোক আধুনিক স্বাস্থ্য প্রশাসনের মূল মন্ত্র।